প্রার্থনা।

[হিমাচল।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন

[প্রথম ভাগ।]

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮০১ শক।

মূল্য ।৵ আনা।

সূচী পত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

হিমালয়ে প্রার্থনা।

হিমালয়ের দেবতা।

৬ ই মে, রবিবার, ১৮৮৩।

হে দীনবন্ধু, হে হিমালয়ের দেবতা, এখানে তোমার পূজা করিলে কার না শরীর মন বিকম্পিত হয়? এখানকার দেবতা মিথ্যা নহে, ভারতের জলন্ত জাগ্রৎ দেবতা পর্ব্বতের উপরেই বেড়াইতেছ। যদি কাহাকেও দেখিয়া গা কাঁপে সে কেবল তোমাকে। ঋষিজীবনবায়ু এখনো এখানে প্রবাহিত। ঋষিরা যে সূর্য্য দেখিতেন আমরা সেই সূর্য্য দেখিব, যদি কেহ দেখিতে চান আসুন এই পর্ব্বতে। আমি নিদ্রিত ঠুঁটো হাতভাঙ্গা পাভাঙ্গা দেবতার পূজা করিব না। আমি বুঝিব যে আমি তোমাতে আছি, তুমি আমাতে আছ। আমি বাজারে বাজারে ঘুরে, হিন্দুদের বাজার, মুসলমানদের বাজার, শীখদের বাজার, সকল বাজার ঘুরে ঘুরে সকলের চেয়ে জীবন্ত যিনি, সকলের চেয়ে সুখী যিনি, সব চেয়ে কথা কম যিনি, আমি সেই দেবতার পূজা করিব। হে হিমালয়ের দেবতা, আমি মরা দেবতা দুর্গন্ধ দেবতা পচা দেবতাকে মানি না। কেহ কেহ বলেন, "এত দিন তোমার

সঙ্গে থেকে নানা রকম করে সকলে মিলে তোমাকে বন্ধু বলে তোমার সঙ্গে ডাকিলাম কিন্তু ও সমুদয় কি আমার দেবী? আমি মা বলিয়া মানিলাম, কাছে বসিয়া ডাকিলে কি হইবে?" আমার কাছে বসিয়া বন্ধুরা এক মাকে ডাকিলে, এক মার মত দেখিলে, সব মধুময় হইবে। আমি ঠিক বলি আমার মা সত্য। হিমালয় তুমি বল, "আমি ধূমধাম করে বেড়াইয়াছি, আর্য্যজাতিকে পৃথিবীর শীরোভূষণ করিয়াছি। আমি গঙ্গাতীরের মড়া লইয়া হিমালয়ের গায়ে বেড়াই, আবার আমার কাছে এসেছিস্ তোকেও গুঁড় কর্‌বো। চার শত বৎসর পরে আবার আমাকে কে ডাকে? সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যেমন ছিলাম এখনও তেমনি আছি। চার শত বৎসরের ঝড়ের ভিতর শোঁশোঁ করিতেছি। প্রেমফুল দিবি আমার পায়ে, আমি ভগবতী পার্ব্বতী। এই কটা দিন আমার পূজা কর্ আমি তোদের দিয়ে ভারত আবার কাঁপাইব।"

নির্জ্জীব দেবতা কি কথা কন? তুমি এই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে বলিলে দাঁড়া, দাঁড়াইলাম, বোস, বসিলাম। এখানে এসে ঘুমোতে পারবে না, এখানকার রাজা বড়, এখানকার ঠাকুরও বড়। এই আমাদের জীবনের বৃন্দাবন, এই তীর্থ। এখানে কিছু পাব, এখানকার রাজা যখন পেপেছেন তখন যোগ ধ্যান সকলি পাব। হিমালয় যখন পাশ ফিরে উঠে বসেছেন, তখন দেশে অনেক দুঃখ পাপ হলেও একটা

হিমালয় ছুড়ে ফেলে দেবো চূর্ণ হয়ে যাবে। পাহাড়ে যোগ সমাধি জ্ঞান বিশ্বাস সকলি পাব, এখানে আর ছোট বাঙ্গালী নাই, পাহাড়ী পাহাড়ের দেবতাকে যেমন পূজা করে সেই ভাবে পূজা করিব। আমি হিমালয়ের দেবতাকে ডাক্‌তে এসেছি। তুমি ভারতকে উদ্ধার কর্‌বে। অন্য সব দেবতা যেমন খড় মাটীর মত। দেবতা এক জন তুমি। তোমাকে মা বলে খুব একতারা বাজাইয়া তোমার পূজা করি। ঋষি হইব, কারুর কথা শুনব না, কাহাকেও ভয় করিব না। কাণ দিয়া শোন, চক্ষু দিয়া দেখ, হরি আমার, আমি হরির, প্রাণ-ধন হরি আমার গোলাপ ফুল, আমার এত অহঙ্কার বাড়িতেছে। সকলে দেবতা খুঁজে আনিল কোনটা পচা, কোনটা পোকা পড়া; আমার দেবতা না অঙ্গহীন না পচা, আমি এমন পেয়েছি যে ইহাঁর মত আর নাই, বাবা বলে বাবা, বন্ধু বলে বন্ধু, মা বলে মা। আমি চিরকাল তোমারি হয়ে থাকি। হে দয়াময়, হে কৃপাময়, আমরা যেন অসার দেবতা ঝেড়ে ফেলে এই লোকটির যে দেবতা তাহার পূজা করিয়া যেন শুদ্ধ এবং পবিত্র হই। জাগ্রত দেবতা, হিমাল-য়ের দেবতা যিনি, তাঁহাকে পূজা করিব। আর কাহাকেও ডাকিব না, আর কাহারও পূজা করিব না। কেবল তোমা-কেই ডাকিব, হে দয়াময়, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সু—]

গিরিধারণ।

৭ই মে, সোমবার।

হে স্বর্গীয় পিতা, হে হিমালয়ের রাজা, আমাদের ভাবনা চিন্তা ঘুচিল না অথচ আমরা তোমাতে আনন্দ সম্ভোগ করিব। আমরা পাহাড়ে বেড়াইব অথচ মনের ভিতর দুঃখ কষ্ট থাকিবে আর নানা পরীক্ষায় পড়িলে তাহার ভিতর তুমি আমাদের সুখী করিবে। আমাদের বুক ভাঙ্গিলে তোমাকে মা বলে ডাকিব; তাহা না হলে, হরি, তোমার ভক্ত যদি আপনাকে শান্ত সহিষ্ণু দেখাইতে না পারেন তবে সামান্য লোকেরা কি করিবে? প্রাণেশ্বর, আশ্চর্য্য মধুর বিধি তোমাতে! সংসারের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে হরিনাম করি, সংসারের ভার যদি হিমালয়ের মতন হয়, হে গিরিগোবর্দ্ধন, যে তোমার ভক্ত হইবে সে এক অঙ্গুলীতে সংসার বহন করিবে। ভগবান্ নিজে তাহাদের ভার গ্রহণ করেন। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, শান্তি, ক্ষমা বুকে লইয়া ভক্তেরা দেখান ভক্তির জোর। আমরাও যেন, নাথ, বিপদ পরীক্ষায় পড়িলে আমাদের জীবনে তাহাই দেখাই। আমরা পাহাড়ে বসিয়া সকালে বৈকালে এই খেলা করি, কে ছোট আঙ্গুলে বড় পাহাড় ধরিতে পারে, সংসারের ভার রাখিতে পারে? যদি সুখ তোমার কাছে, তবে ভক্ত যদি না ধরিতে পারিলেন তবে কি

হইবে? একটি একটি পাহাড় একটি একটি তোমার ভক্ত ধরিবেন। আমরা কিছুতেই ম্লান হইব না। তোমাকে নিকটে পেয়ে সকল ভাব তোমাকে দেবো। কেমন করে পাহাড় ধরিতে হয় মার কাছে শিখিব, মা এত বড় ব্রহ্মাণ্ড ধরে আছেন আমরা ছোট ছোট পাহাড় ধরিব। আমাদের মুখ যদি পরীক্ষায় পড়িলে মলিন হয় তবে আমরা তোমার নাম করিতে পারিব না।

হে গিরিগোবর্দ্ধন, আমরা তোমাকে সকল সংসারের ভার দিয়া যেন পবিত্র হই। আমরা সংসারের বড় বড় ভার অবলীলাক্রমে বহন করিয়া সকল অপমান সহ্য করিয়া যেন শুদ্ধ ও সুখী হই, হে দয়াময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [স্ব—]

উচ্চপ্রকৃতি।

৮ ই মে, মঙ্গলবার।

হে দয়াল, হে উচ্চদেবতা, নিম্ন ভূমি ছাড়িয়া পাহাড়ে আরোহণ যেমন, সংসার ছাড়িয়া স্বর্গে আরোহণ তেমনি। যদি এখানে আসিয়া সেই কলহ সেই রাগ রহিল, তবে ঈশ্বর এই স্থানের অগৌরব। নীচ বিষয়লালসা এখানেও থাকিবে? সেই দুর্গন্ধ আঁস্তাকুঁড়, সেই লোভের বস্তু,

সেই নীচতা, নীচসঙ্গ, হরি, এখানে কিছুই নাই। এখানে বড় বড় গাছ পাহাড়। দেখিবার জন্য উচ্চ পর্ব্বত, সম্ভোগের জন্য ফুল। এখানে যদি তোমার মানুষেরা কুড়ে হইয়া বসিয়া থাকিবে তবে আমরা এই দেবতাদের পথে কেন আসিলাম? বুঝি পথ ভুলিলাম! ভগবান্, মনের নীচতা দূর কর; এখানে যত দিন থাকিব রাগ হবে না, লোভ হবে না। হিমালয়ের দেবতা ঢাল খাঁড়া লইয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আমার কেল্লায়, কেহ নীচ প্রকৃতি লইয়া আসিতে পারিবে না। হে দয়াময়, আমরা হিমালয়ের কাঁধে হাত দিয়া এক হই, আমরা উচ্চ হই। হে ঠাকুর, আর কি ভাল দেখায় আমাদের এখানেও রাগ, লোভ থাকিবে? যদি ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ঢেঁকি থাকে তবে কি হইবে? আমরা কি ভাল হইতে পারিব না? দাও, পর্ব্বতরাণি, সুমতি দাও। মন তুমি নীচ ভাব ছাড়, নীচ বুদ্ধি আর ধরো না, তুমি উচ্চ স্থানে বসে উচ্চ হও। এখানে আর রাগ প্রলোভন নাই, বিভীষিকা নাই। এখানে দেবতারা রহিয়াছেন, এখানে ঋষিদিগের পদচিহ্ন রহিয়াছে।

আমরা এই হিমালয়ের পদতলে বসিয়া উচ্চ হই, ভাল হই। আমরা যে, ঠাকুর, তোমার পুত্র, হিমালয় তোমার। আমরা হিমালয়ের উপরে থাকিয়া আর নীচের দিকে তাকাব না। আমরা উচ্চ হইব। হে দয়াময়ি, আমাদিগকে এই

আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন নীচ প্রকৃতি ছাড়িয়া উচ্চ প্রকৃতি লাভ করি ও উচ্চ আকাশে থাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সু—]

আমার মা।

৯ ই মে, বুধবার।

হে শান্তিদাতা, হে হৃদয় উদ্যানে সুমিষ্ট ফুল, আমার এই একটী বিনীত প্রার্থনা তোমার কাছে যে তুমি সকলের হও। যেমন তুমি আমার তেমনি সকলের হও। পৃথিবীর লোকেরা সত্য হরিতে মজিল না। তাহারা হরি হরি বলিল পিতা পিতা বলিল কিন্তু সুখ হইল না। এই জন্য পরদুঃখে কাতর হয়ে তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, যেমন এখানে সুখ শান্তি দিতেছ তেমনি সকলকে দাও। আমার বাড়ী যেমন সাজাইয়া দাও তেমনি সকলের ঘর সাজাইয়া দাও। আমার উপাসনার স্থানে যেমন করে মা, আনন্দের পোষাক পরে, উজ্জ্বল বরণ ধরে এস, সকল বাড়ীর উপাসনার স্থানে সেই রূপ দেখাও। মা, তোমাকে না চিনিয়া ইহারা কত দিন থাকিবে? যদি সুখের আস্বাদন না পাইল তবে কি হইবে? আর অন্য দেবতাকে কেহ যেন ঈশ্বর বলে না। আর মাটির, পেতলের, তামার মরা দেবতাকে কেহ যেন না মানে। মা লক্ষ্মী, যখন তুমি আছ, তখন

সকল ঘরে তুমি যাইতে প্রস্তুত, তবে তোমাকে লোকে কেন নেয় না? রোগের ঔষধ তুমি, লোকে রোগে পড়িয়া তোমায় তবে ডাকে না কেন? টাকা কড়ি মুক্তা সকলকে দিবার জন্য লইয়া বসিয়া আছ। তবু পৃথিবীতে এত দৈন্য কেন? তুমি জরীর জামা দেবে, গরিবকে বস্ত্র দিবার জন্য বসিয়া আছ। দীননাথ হে, তোমাকে পৃথিবীর লোকে বুঝি বুঝিতে পারিল না। আমার হরি যেমন অন্তের হরি তেমন খাঁটি নয়। গৃহের কর্তারা তোমাকে লইয়া যাইবেন। সকলের ঘরে যাও। তোমাকে গৃহস্থেরা বরণ করিয়া লইবে। তুমি যদি সকল ঘরের লক্ষ্মী হও, বৃদ্ধ ও বালক সকলে তোমার প্রেমে মত্ত হইবে। প্রাণনাথ, ভক্তের ঘরে যেমন আছ তেমনি সকলের ঘরে যাও। অমুক ঘরে জড়ের পূজা হয়, অমুক বাড়ীতে পূজাও হয় অথচ কান্নাকাটি, এ যেন শুনিতে না হয়। প্রেমময়ি, যার মা তুমি হও তাকে কত টাকা দাও কত সুখ দাও তার সাক্ষী আমি। গরমের সময় সর্বত দাও, শীতের সময় শাল দাও। আমার মা লক্ষ্মী; আমি তোমার দয়ার সাক্ষী। যাঁহার পূজা আমি পাঁচিশ বৎসর করিয়া কত সুখী হইতেছি, আমি বাড়িয়ে বলিতেছি না, যথার্থ মার গুণ যাহা তাহাই বলিতেছি, মা রথে করিয়া সকলের ঘরে ঘরে একবার যাও। সকলে দেখুক কেমন হৃদয়কে চমৎকৃত করিতেছি। মার পুণ্যের কাপড়ে প্রেমের

চুম্‌কি দেওয়া কেমন চিক্‌মিক্‌ করিতেছে। মা, তাই ইচ্ছা করে আমার মাকে সকলে দেখিয়া নববিধান বিশ্বাসী হউক। মা তোমাকে আমি বিখ্যাত আর কি করিব। তবে সকল গৃহস্থের পদতলে থাকিয়া গরিব ভক্ত এই বলে, মাকে যে দেখিয়াছে সেই জানে মা কেমন? মা দুর্গা ভগবতী ভক্তের বাড়ী এসে সকল ঘর সাজান। ভক্তের মন কেবল ভক্তবৎসলাই জানেন; তাই বলি সকলে আমার মাকে চিনুক। তোমার সংসার, তোমার বাড়ী ও তোমার পরিবার, এইটি বিশ্বাস করিয়া যেন তোমার চরণে থাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, আমাদিগকে মা এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সু—]

চিন্ময়ে মগ্ন।

১০ ই মে, বৃহস্পতিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে চিরসুস্থতা, আত্মার যৌবন তুমি, সুস্থতা তুমি, বল তুমি, চিরবসন্ত তুমি, তোমাকেই ডাকিতেছি। আত্মাকে আরাম দাও। অতি সুন্দর লতা কোমল লতা যেমন বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে তেমনি, হে কল্পতরু, আমাদের ক্ষুদ্র আত্মা তোমাকে জড়াইয়া থাকে। তুমি বৃক্ষ হও, আমরা তোমাকে অবলম্বন করিয়া সুখী হই। হে ঈশ্বর, তোমার কাছে

শরীরের জন্য প্রার্থনা করিতেছি না কিন্তু মনের জন্য। হে কৃপাসিন্ধু, তুমি যে সুন্দর, তুমি যে সুস্থ, তুমি যে পর্ব্বতের এই শীতল বায়ু, তোমাকে ভক্ত পাইলে রোগ শোক পাপ তাপ তার চলিয়া যায়। মার কোলে ছেলে যেমন বসিতে পারে, তেমনি শিশু আত্মা তোমার কোলে বসিতে পারে। হে ঈশ্বর, শরীরের অতীত আমার আত্মা, আমি তোমাতেই মিশিয়া যাইব। চিদানন্দ সিন্ধুনীরে, হে প্রেমময়, প্রেম লহরীতে মগ্ন হইয়া থাকিব। সে এখানে না, পৃথিবীতে না। সেখানে, সেই আনন্দসাগরে উড়িব, বিহরিব। সেখানে জড়ও যাইতে পারে না, শরীরও যায় না। হে আনন্দস্বরূপ, আমাকে সেইখানে রাখ। শরীরের রোগ থাকিবে না, জ্বালাও থাকিবে না, মনে আর শরীর থাকিবে না।

পিতা, তোমাকে কোথায় ডাকিতেছি? এ সবই যে চিন্ময়। এখানে লবণসাগরে লবণ এক হইয়া গিয়াছে। তোমাতে আমরা লীন হইয়া যাইব, ইহাই আমাদের সুখ। ব্যাধিমন্দির দেহকে চিন্তাসাগরে ডুবাইয়া কি হয়? চিদানন্দকে ডাকিলে কত সুখ হয়। আমরা দুটি পাখীতে একটি ডালে অনন্তকালের ডালে বসিয়া থাকিব। তোমার বাগানের পাখী কর, অন্য বাগানের পাখী হব না। তোমার সরোবরের মাছ কর, অন্য সরোবরের মাছ হব না। সংসারের অতীত জড়ের অতীত সেই স্থানে তোমার সঙ্গে এই সুমিষ্ট বায়ু সম্ভোগ করি। হে গিরিরাজ, হে গিরি-

রাণি, এই কয়েকটি গরিব পথিককে, ভগবতি, তোমার কোলে স্থান দাও, দেখা দেও, দয়াময়ি, আনন্দ সুধা পান করাও। হে জগজ্জননি, হে প্রেমময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, অসার সংসারের বাসনা ছাড়িয়া আমরা যেন তোমাতে মগ্ন হই। আমরা এই নূতনরাজ্যে আসিয়া সুখ শান্তি যেন সম্ভোগ করিতে পারি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সু—]

আর্য্যজাতির দেবতা।

১১ ই মে, শুক্রবার।

হে প্রেমময়, হে আর্য্যজাতির দেবতা, আমরা তোমাকে আর্য্যভাবে দেখিতে চাই, পূজা করিতে চাই। আর্য্যজাতি তোমাকে মেঘে বৃষ্টিতে পর্ব্বতে নদীতে দেখিতেন। ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর আমারাও যেন তেমনই দেখিতে পাই। যে-খানে থাকিব সেইখানেই তোমাকে দেখিব। আর্য্য ঋষিরা এক বার নয় কিন্তু যত ক্ষণ তোমাকে পাইতেন বুকে ধরি-তেন। তাঁদের সন্তান আমরা আমাদের ভিতরে তাঁদের শোণিত আছে। আমরা তোমাকে সকল স্থানে দেখিব, পর্ব্বতে নদীতে দেখিব, বাতাসের ভিতর তোমার কথা শুনিব। হে দেব, তোমার আর্য্যের একটি বিশেষ গুণ ছিল, তুমি যত ক্ষণ ফাঁকে ফাঁকে বেড়াইতে আর্য্য তোমাকে

ধরে রাখিতেন, আমরা কেন সে রকম পারিব না। যত ভক্ত তোমাকে বেঁধেছিলেন, গৌরাঙ্গ ধ্রুব প্রহ্লাদ সকলে তোমাকে প্রেমডোরে বেঁধেছিলেন। আমরাও তোমাকে সেই রকম বাঁধিব। হে ঠাকুর, তোমাকে হৃদয়ে বাঁধিলে তবে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

হে পতিতপাবন আর্য্যের দেবতা, আমরা যেন তোমাকে হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখি। হে হরি, তোমাকে আমরা সংসারে বাঁধিয়া রাখিব, তোমার রাঙ্গাচরণ সকল স্থানে দেখিয়া সুখী হইব, মা দয়াময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সা—]

প্রাচীন ঈশ্বর।

১২ ই মে, শনিবার।

হে প্রেমময়, হে আর্য্যজাতির ঈশ্বর, তোমাকে আর্য্য-দিগের দেবতা বলিলে কেমন আনন্দ কেমন গৌরব হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের প্রাচীন যিনি, বেদবেদান্তের আর্য্যদিগের যিনি, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যাদেশের আগুন জালিয়াছিলেন যিনি, সেই দেবতা তুমি। এ সব মনে করিলে কি গৌরব হয় না? আমাদের প্রাচীন আর্য্যের দেবতা বলিলে কত মহত্ত্ব হয়। মা, যদি আমরা শাখা ছাড়িয়া ডাল ছাড়িয়া গোড়াতে যাই, সেখানে দেখিব সকলে এক

হইয়া একটি কুশলের পরিবার হইয়া গৃহের দেবতা তোমাকে ডাকিব। আর দীনবন্ধু, এরূপে ভারতকে বিভক্ত রাখিও না, ভারতেশ্বরী, এক ধর্ম্ম দিয়া তোমার কাছে রাখ। আমরা একের ধর্ম্ম কেন করি নাই? নিম্ন ভূমির গোলমাল জাতি-ভেদ সে সকল এখানে কিছুই নাই। আমাদের প্রাচীন আর্য্যের দেবতা তুমি, ভারতের ঐক্য গৌরব তুমি। তোমারি কাছে এই মিনতি করি, মা ভারতেশ্বরি, তোমার ভারতের কাছে আবার এসো। ইহাকে উদ্ধার করিবার কি এখনও সময় হয় নাই? হে ঈশ্বর, তুমি মহামহিমান্বিত ঋষিদের সঙ্গে কথা কহিয়াছ, আমাদের সঙ্গেও কথা কও। হাজার হাজার বৎসর কত বিপদ হইতে বাঁচাইলে, হাজার হাজার বৎসর কত পাপ হইতে উদ্ধার করিলে, আমরা যেন তোমারি পূজা করি। আমাদের বাপ পিতামহের দেবতা তুমি, যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস তোমার কাছে থাকিয়া তোমারি পূজা করিয়াছিলেন। আর যেন মা পাপ না করি। আর্য্যশোণিত! হৃদয়ে জাগিয়া উঠ। আমরাও এবার ঋষি হই, যোগী হই, মুনি হই, তপস্বী হই। আর একবার আমাদের দাঁড় করাইয়া দাও, তোমার ভারত রোগাক্রান্ত হয়ে শুইয়া রহিয়াছে, মা, বেঁচে থাকতে থাকতে দেখিব, তোমার ভারতের মাথায় সোণার মুকুট। তুমি কত দিনের মা, কত হাজার বৎসর পূর্ব্বে এখানে ছিলে সেই মা তুমি। মা বসে বসে ভাবৃছ কখন ভারত আমাকে ডাক্‌বে, মা, আবার ভারতকে জাগাও। মা, আমরা ঋষি হইয়া প্রাচীন

সাধুদের গৌরব যেন রক্ষা করিতে পারি, আমাদের বাপ পিতামহের দেবতা তুমি, আমাদের মা বাপ তুমি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ! [শা—]

জ্বলন্ত বিশ্বাস।

১৩ই মে, রবিবার।

হে দয়ালু ঈশ্বর, হে গিরিরাজ, যাহা সত্য আমরা তাহা কেন না দেখিব? ঈশ্বর, তোমাকে কেন অসার মনে করিব? হিমালয় যেন মুদগর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এখানে যে অবিশ্বাস পাপ লইয়া আসিবে তাহাকে চূর্ণ করিবে। এই গিরি, প্রবল গিরি, অনন্ত হিমানীতে তাঁহার পূজা করিতে-ছেন। এখানে যিনি আসিবেন তাঁহারই যোগী হইতে হইবে, ঋষি হইতে হইবে, তা না হইলে হিমালয় তাড়াইয়া দিবেন। আমাদের মনে যদি একটু পাপ থাকে, অমনি হিমালয় তাড়াইয়া দিবে, বলিবে, আমি ইহা সহ্য করিব না, আমার রাজা জীবন্ত ও জাগ্রত, যাও নিচে যাও বঙ্গদেশে পাঞ্জাবে ফিরিয়া যাও। আমার কাছে যদি আসিবে হিমা-লয়ের মত ঋষি হও, নতুবা গড়াইতে গড়াইতে ফেলিয়া দিব, চূর্ণ হইয়া যাইবে। এখানে উপহাস করিবার স্থান নয়,

এখানে হিমালয়ের সঙ্গে যোগ দিতে হইবে। আমরা ভয়ে ভীত ও কম্পিত। এখানে হিমালয়ের দেবতার পূজা করিতে হইবে। ভগবন্, দেখা দাও, সৎরূপে শিবরূপে অনন্ত বরফের উপরে তোমার তেজ ঝক্ ঝক্ করিতেছে। হিমালয়, অবিশ্বাস পাপ দূর কর। তোমার দেবতার কাছে অনুরোধ কর আমরা যেন বিশ্বাসী হই; যে বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইলে প্রাণের বন্ধুকে হৃদয়ে ধরা যায়, তোমাকে ধরা যায়। মা, ভক্তগণে লইয়া এস। গৌরাঙ্গ নানককে দুই হাতে লইয়া, মাথার উপরে ঈশাকে লইয়া, বুদ্ধকে বক্ষে ধরি। হে ঈশ্বর, ভক্তের ঈশ্বর, ভীরু বাঙ্গালীরা যেন হিমালয়ের গালে চূণ কালি দিয়া না চলিয়া যায়। এখান হইতে অমনি ফিরিয়া না গিয়া বিশ্বাসী হইয়া যাইব। ঈশ্বর, তুমি বল, হিমালয়ে আবার সত্য যুগ আসিল। সেই সোণার দেবতা আবার হিমালয়ের উপর আসিবে। নববিধানে আবার সুখের সময় আসিয়াছে। আজ আমাদের দক্ষিণে বামে যত সাধু, আজ আমরা হিমালয়ের উপর বসিয়া দেখি স্বর্গ পৃথিবী এক হইল। নববিধানের রথ স্বর্গ হইতে আসিল। মা, যত সাধু ভক্ত লইয়া আসিলেন, হিমালয়ে মৃদঙ্গ বাজিল, শঙ্খধ্বনি হইল, গৌরী মহাদেব আর একবার আসিলেন।

প্রাণের হরি, রক্তের হরি, আমি কি তোমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলি, সত্যযুগ কলিযুগের অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিল, এই কথা আমি বলি, আর হাসি। দেবদেব মহাদেব, আমার

একটী প্রার্থনা শোন, আমার একটি বন্ধুও যেন নিরাশ না হন। হিমালয়, আমাদের বেদ বেদান্ত শোনাও, মহাভারত রামায়ণ শোনাও। এসেছি তোমার কাছে ধমক দাও কেন? শেখাও। তোমার মত শান্ত গম্ভীর অটল বিশ্বাসী কর। ধন প্রাণ সম্পদ তুমি, হিমালয়, তোমাকে বুকে রাখি। হিমালয়, এসো বসো এইখানে আমরা তোমার উপর তোমার দেবতাকে দেখি। প্রাণদাতা, প্রাণবায়ু, বুকের ভিতরে ভক্ত সহ তোমাকে দেখিব। আর যেন না শুনি কোন ব্রাহ্ম স্বপ্ন দেখে, তোমাকে ডাকে না। কোন ব্রাহ্ম দুই মিনিট তোমার পূজা করে, এ রকম যেন আর কেহ না করে। এ সময় যদি মানুষ বিশ্বাসী না হইবে তবে কোন্ সময় হইবে। এসো গৌরাঙ্গ যাজ্ঞবল্ক্য, এসো আমাদের কাছে এসো, ঈশ্বর এসো। আমি স্বপ্ন লইব না। আমি ভাই ভগিনীকে বন্ধু বান্ধব সকলকে হিমালয়ের জলন্ত ঈশ্বর যে তুমি তোমাকে দেবো। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভক্তগণের সঙ্গে তোমাকে লইয়া এবার আমরা জলন্ত বিশ্বাসী হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সা—]

নিত্য নূতন বস্তু।

১৪ ই মে, সোমবার।

হে পরমেশ্বর, হে লীলারসময় হরি, অনুমতি কর তবে বলি আমি কি জন্য সুখী এবং কিজন্যই বা দুঃখী। আমি তোমার জন্য সুখী, হে হরি, মনুষ্যের জন্য দুঃখী। হে হরি, যাঁহাকে পাইয়াছি তাঁহার জন্য সুখী, যাহাদের পাই নাই তাহাদের জন্য দুঃখী। দুঃখমোচন কর, হরি, যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা হইল না। হরি, তোমার একটি কলহ শূন্য পরিবার হইবে এই জন্য প্রেমফুল তোমার চরণে দিয়াছি, এই জন্য বৈরাগ্যের আগুন খাইয়াছি, এই জন্য মদ্যমাংস ছাড়িয়াছি। আমার শরীর দুর্ব্বল হইল একটি দল করিব বলিয়া। যে দল হইয়াছে, ঠাকুর, তাহাকে ভাল না করিলে হয় না। দুঃখের দলকে সুখের দল কর। ভগবানের কোলে মাথা দিয়া থাকিব এমন দল চাহিয়াছিলাম। টাকা কড়ি কিছু নাই, সংসারে বসিয়া সদাশিব হাসিতেছেন এমন দল চাহিয়াছিলাম। প্রেমময়, তোমার মতন মুখ যাহাদের সেই রকম দল চাহিয়াছিলাম। ভগবান্, দুঃখীর যত দিন না পেট ভরিবে তত দিন কাঁদিবে। ভগবান্, লোক কত পাইয়াছি, কিন্তু সে সুখী মুখ পাই নাই; আমোদের পরিবার পাই নাই, যাহার সঙ্গে কেবল তোমার কথা বলিব। ওরা মানুষ হবে,

সাবালক হবে, তার পর তোমার কাছে আনিব আশা ছিল। বাহিরের কথা শুনিতে চাই না। তোমার সংসারের সুশৃ-ঙ্খলা চাই। ভগবান্, সে কটা লোক কোথায় আছে যাহাদের আমি খুঁজিতেছি। তাহারা কোন্ পাহাড়ে কোন্ গর্ত্তে আছে? এ ব্যক্তি যে দল ছাড়া থাকিতে চায় না। সকালে যাই রাত্রিতে যাই তারাতো সুখের কথা বলে না, সংসারের ছাই কথা তারা বলে। সে দল আমার হলো না। হরি, দুঃখ মোচন কর। যদি দশটা পরীক্ষার মধ্যে এই একটা হয় তবে আমি ইহা মাথায় করে নেবো। আমি তো তোমাকে চেপে ধরবো না। আমি দুটিতে সুখ চাই, পিতাতে এবং পুত্রেতে। আমি যখনই ফল খাই আদ খানা করে, পুরো ফল খাই নাই। হরি, আমার দুঃখ মোচন কর। সংসারের মাঠে প্রাণকে না জুড়োতে পেয়ে ভক্তবৃক্ষতলে গিয়া বসি। নিম্ন ভূমিতে যদি না পাওয়া যায় পাহাড়ে আসিয়াছি। পৃথিবীতে যদি না পাওয়া যায় স্বর্গে যাব। সকলের সঙ্গে যদি না পাওয়া যায় একা সাধন করিব। পেটের দায়ে, হরি, চুরি ডাকাতি করিতে হয়। দীনবন্ধু, সেই জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি। আমি সাধু চুরি করিতে আসিয়াছি, ঈশা মুষাকে লইতে আসি-য়াছি। পাঁচটি লোককে চাই, কই সে পাঁচজনকেতো পাই নাই। মা, তোমার কাছে গূঢ় কথা শুনিতে চাই। আমাকে যে বলে এ নুতন নুতন সমাচার স্বর্গ হইতে আনে সেই সত্য

বলে। আর যারা বলে এ দলপতি বড়লোক, এ কথা আমি শুনিতে চাই না। ভগবান্, তুমি আমাকে যে পদ দিয়াছ আমি তাই চাই। আমি কি দশটা জায়গায় গিয়ে প্রচার করিতে হয় কি করে তাই শেখাতে এসেছি? আমি কি ধূর্ত্ত?

দয়াল প্রভু, আমি তোমার পায়ের রেণু, যাহাতে সকলে মজার মজার খবর পায় সেই সকল আমার কাছে। আমাদের দেশের খবর এরা শুনতে চায় না। এরা যা নিয়েছে তাহাতে সুখী হওয়া যায় না। মার কাছে যে মজার কথা শিখিয়াছি তা নিতে চায় না। এই হতেই তো দুঃখ। আমার বুকের ভিতর আসুক মজার মজার অরগ্যান সেতার পাইয়াছি, শোনাই। আমাকে সকলে বলে না কেন, কি নূতন জিনিষ আনিয়াছিস্ আমাদের দে, তুই একলাই কি সব নিবি, মা, এই জন্য কেবল দুঃখ হয়। মা দয়াময়ি, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মা তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে থাকিয়া নিত্য নূতন নূতন জিনিষ লইয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সা—]

নববিধি।

১৫ ই মে, মঙ্গলবার।

হে পিতা, হে ধর্ম্মগুরু, তোমার প্রসাদে তোমার আজ্ঞায় যে নূতন শাস্ত্র বিরচিত হইতেছে, এই পুস্তককে স্পর্শ কর, আশীর্ব্বাদ কর, নিজ হস্তে লেখ। তুমি যুগে যুগে নব-বিধি প্রচার করিয়া ভক্তকুলকে শাসিত করিতেছ। এবার অরাজক দেশ রাজাকে মানিতেছে না, ভক্তদেশে কেন, হে ঈশ্বর, এ প্রকার দুর্দ্দশা বিড়ম্বনা? দীন দুঃখী ভক্তেরা পাহাড়ে আসিলেন, তাঁহারা অন্ধকারে পথ দেখিতে পাই-লেন না, তুমি পথ দেখাইয়া দিলে। পিতা, স্বেচ্ছাচার দেখিলে ভয় হয়। কৈ নববিধি কৈ? কিরূপে অর্থব্যয় করিব, কিরূপে খাইব, ঈশ্বর, আমরা যে কিছুই জানি না। বিধি যে সকল ধর্ম্মের লোকেরা পায়; হিন্দু পায় বিধি, খ্রীষ্টিয়ান পায় বিধি, মুসলমান পায় বিধি, শীখ পায় বিধি। সকল শাস্ত্রের লোকেরা তোমার একটা একটা বিধি ধরে থাকে। মা, কেবল নববিধানের বিধি নাই। মা, তুমি এ সময়ে গুরু হও, এই সময়ে হও না, মা? কৈ বিধি কৈ? বিধিবিহীন ভারত তোমার পায়ের তলায় পড়ে কাঁদিতেছে। তোমার পাপী সন্তান বলে কৈ বিধি কৈ বিধি, দুঃখী বলে কৈ বিধি কৈ বিধি, আমরা ভক্ত হইয়াও বলিতেছি, কৈ বিধি কৈ বিধি? মা, আমাদের বুঝাইয়া দাও কি করে সংসার চালাইব। জননি, স্বেচ্ছাচার-নিবারণি, একবার আমাদের বিধি কি বলে দাও।

মা, তুমি জান ত ঘরের কথা, বাড়ীর পুরুষেরা কি করিবে, মেয়েরা কি করিবে, ছেলেরা কি করিবে। ঘর চালাতে হয় কি করে, পড়িতে হয় কি করে, মা, আমরা কিছুই জানি না। মা, এই সময় তুমি পবিত্র প্রত্যাদেশ আনিয়া নূতন সংহিতা বাহির কর। আমরা একটি দল, তোমারি মতে চলি। তোমারি ঘর বাড়ী সকল লও। যত মরা পচা পাচ্‌কো দেব দেবী ইহাদের সকলেরই মন্ত্র তন্ত্র আছে কেবল আমাদের, সত্যস্বরূপ, তোমারি কি মন্ত্র তন্ত্র নাই? এ শতাব্দীর ভক্তেরা আলোকবিহীন হইয়া নরকে যাইবে? মা, এই জন্য কি নববিধান আনিয়াছিলে?, মা, তা আমরা কখনই বিশ্বাস করিব না। মা, আমরা যেন তোমার নববিধি বিশ্বাস করি। আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আর স্বেচ্ছাচার না করি, আমরা তোমার শাস্ত্র মানিয়া তোমার প্রত্যাদেশ শুনিয়া শুদ্ধ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সা—]

দেবী লক্ষ্মী।

১৬ ই মে, বুধবার।

হে দয়াসিন্ধু, হে গৃহলক্ষ্মী, তোমার সংসার তুমি কর, আমরা দেখি। সংসারে যে ধর্ম্ম আছে, সংসারে যে তুমি আছ, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। উপাসনার সময় যে তুমি আছ

ইহা তো সহজে বুঝা যায়; কিন্তু চাল ডালের ভিতর যে তুমি আছ তাহা বুঝা বড় কঠিন। ভক্তিভাবে, মা, তোমার প্রেমগান করিলাম, মা, তোমার চরণে প্রেমফুল দিলাম, সহজে। কিন্তু সংসারের চালের ভিতর তোমাকে দেখা বড় শক্ত। আমাদের ভাণ্ডার নিরীশ্বর, খাবার ঘর নিরীশ্বর, শোবার ঘর নিরীশ্বর। এ সকলেতে সমস্ত দিন রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কোন্ বিধানবাদী, কোন্ ভক্ত তোমাকে দেখেন? আজ পঁচিশ বৎসর সংসার করিলাম লক্ষ্মীকে দেখিলাম না, মা লক্ষ্মীর সংসার করিতে কে পারে? কেবল তুমি পার। ভক্তেরা কে কোথায় তোমাকে নিয়ে সংসার করিয়াছেন দেখিতে পাই না। সেই জনক ঋষিরাই সংসারে লক্ষ্মীকে দেখিয়াছেন। কে আবার লক্ষ্মীকে মানে? পেট্টা ভরিলেই হইল। মা লক্ষ্মী, ঘরের লক্ষ্মী, ঘরের লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে বনের লক্ষ্মীকে খুঁজিতে আসিলাম। বাড়ীতে তোমাকে না পাইয়া এখানে আসিলাম, এখানেও তুমি ধরা দিলে না, মা তবে ঘরে থাকি। ঘরে শাসন করিতে পারিলাম না বলে পাহাড়ে আসিলাম, এখানেও মা তোমাকে পাইলাম না। ইচ্ছা বড় যে সংসারটা তোমার হয়। আমার বাড়ী কখনও নাস্তিকের বাড়ী হইবে না। মা, কি অধর্ম্ম হইয়াছে যে এ বাড়ীতে পাপ লোভ রাগ হইবে? মা লক্ষ্মী, ছেলেবেলা হইতে বুঝি তোমার পূজা করি নাই, কেবল বেদে পুরাণে আকাশে এক ঈশ্বরকে ডাকিয়াছি। হে প্রেমস্বরূপ, আমার

প্রতি দয়া কর। ভক্তের বাড়ী নিরীশ্বর হইতে দিও মা, নাস্তিকতা আসিতে দিও না। মা তোমার এই ঘর সোণার ঘর হবে। মা লক্ষ্মী আমার সব করেন। আমি আর মানুষকে বিশ্বাস করিব না, মা লক্ষ্মী, তোমাকেই বিশ্বাস করিব। মা, তোমার ইচ্ছা যে আমার বাড়ী ঘর তোমার হয়। মা, তুমি সকলি পার, ভক্তের ঘরে পার না তো কাঁহার ঘরে পার? মা, এখানে তোমার জোর আছে। হাসিতে হাসিতে মা লক্ষ্মী ভক্তের ঘর করিতেছ, মা, আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর। তোমার সংসারে কেহ লোভী হইতে পারে না, কেহ হিংসা করিতে পারে না। মা, পরলোকের ত এখন দেরী আছে, এখন ঘরে ত তোমায় দেখী। লক্ষ্মী, বাড়ী সাজাও, স্বর্গের ফুল এনে সাজাও, স্বর্গের ঝাঁটা এনে ঝাঁট দাও। মা, স্বর্গের সংসার করিয়া দাও। মা জননি, তোমার ঘর ঝাঁট দেওয়া দেখে পরিত্রাণ পাইব, তোমার রান্না দেখিয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিব। মা, আমাদিগকে দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন অসার সংসার ফেলে দিয়ে লক্ষ্মীর সংসার স্থাপন করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [শা—]

চির উন্নতি।

১৭ ই মে, বৃহস্পতিবার।

হে পিতা, হে পরিত্রাণকর্ত্তা, আমরা সকলে উন্নতির পথের যাত্রী। আমরা এক রকম জড়ের মতন থাকিব ইহা তোমার ইচ্ছা নয়। তুমি যাহাকে মানুষ বলিয়াছ, সে যে উন্নতিশীল হইয়া এই রকম করে কোন প্রকারে তোমার পূজা করিয়া জীবন শেষ করিবে ইহা তোমার বিরুদ্ধ কাজ। অমরা শ্রান্ত হয়ে পড়িয়াছি, আর চলিতে পারিব না, এ কথা বলিলে পিতা, তুমি বিরক্ত হও। বৃদ্ধই হউক যাই হউক, দৌড়াই-তেই হইবে। মা, তুমি বলিতেছ, তবে তুই মানুষ হলি কেন, যদি তুই কাঠের মতন, পাথরের মতন পড়ে থাক্‌বি; তবে মানুষ নাম নিলি কেন? তুমি বলিতেছ, তোকে আমি সোণার মুকুট পরাব বলেছি, তুই কেন তবে কাঠের কাছে, পাথরের কাছে যাস্? তুমি বলিতেছ, চলে আয় না, সংসার বিশৃঙ্খল হয়েছে তবে কি আর ভাল হবে না? তোমার বৃদ্ধ সাধকও উল্টা বুঝিয়া বিরক্ত হয়, একটি দুটি তিনটি করিয়া সকলে ঐ কথা বলে। মা দয়াময়ি, ইহা ত তোমার ইচ্ছা কখনই নয়। আমাদের অগ্রসর হইতেই হইবে। ইহাদের যে চড়া পড়ে গেল। যে রাগী তাহার কি রাগ যায়? যে লোভী তাহার কি লোভ যায়? যার হৃদয় শুকিয়ে বালী হয়ে গেছে তাহার হৃদয়ে কি জল হয়? আমরা যে অনন্তকাল

তোমার প্রেমে বাড়িব। আর যাত্রী চলিল না, ঘন্টা দুই না চলেই পথিক বলে আর পারিব না; এ সকল মিথ্যা কথা। আমাদের যে, মা, আপনার ধর্ম্ম, উন্নতির দিকে চলিতেই হইবে। এ ঘরে তেল পড়েছে, ও ঘরে কাগজ ছড়ান, ও ঘরে পচা ফুল, এ সব অলক্ষ্মীর ঘর। লক্ষ্মীর ঘর আর নাই, লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন। আজ গুচিয়ে উঠিতে পারিলাম না, কাল গোছাইব, এ সকল বিশ্বাস করিতে দিও না। কাল রেগে মরেছি বলিয়া আজও রাগিব, কালকে পাথরের মত শক্ত হৃদয়ে ভাইকে গালাগালি দিয়াছি বলিয়া আজও দিব।

অলক্ষ্মী, আর কত দিন্ থাক্‌বি আমাদের বাড়ীতে সর্ব্বনাশী? তুই কি লক্ষ্মীকে আসিতে দিবিনি? মরণ পর্য্যন্ত কি তুই থাক্‌বি? মা, তোমার মেয়েরা ঝাঁট দিতে অপমান মনে করে, তাহাদের পরীর মতন হাত, কাল হইয়া যাইবে। মা, তোমার রাজ্যে বাবুয়ানা বাড়িয়াছে, তা তুমি বসে বসে দেখিতেছ। মা, আমরা কেবল যোগ ধ্যান কবি, উচ্চ কাজ করি, ঘর ঝাট দেবো কেন? এ সকল কাজ চাকরের। আমরা লম্বা লম্বা প্রার্থনা করিব, একতারা লইয়া গাছ তলায় বসিয়া গান করিব। আমাদের ঘরে যদি তেল থাকে, বাসনে যদি ময়লা থাকে, তাহা হইলে কি নরকে যাইব? তেলের দাগ আমরা উঠাব কেন? মা, তোমার গরিব দাস এ সকল মানে না, সে বলে ঘর অপরিষ্কার থাকিলে তাহার

জন্ত নরক আছে। বাড়ীতে কাহারও সঙ্গে কাহারও সদ্ভাব নাই। মা, তবে উন্নতি হইবে কবে? পরলোকে গিয়া মার-খোর খাইতে হইবে? আমি বলি এইখানে সেই কাজ করিলেই তো হয়। মা, তোমার ঘর ঝাঁট দিব ইহাতে আবার অপমান কি? উন্নতি চাই, খারাপ হয়েছে বলিয়া কি ভাল হইবে না। মা, যা হইবার তা হইয়া গিয়াছে? এবার লক্ষ্মীর সংসার স্থাপন করিব। মা দয়াময়ী, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অনন্ত উন্নতির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি। [সা—]

ঋষি দৃষ্টি।

১৮ই মে, শুক্রবার।

হে দীনবন্ধু, হে আর্য্যপিতা, আমাদের পিতৃপুরুষ বড় সৎ ছিলেন। আমি নীচ হইব? আমরা কেন নীচ হইব। ঠাকুর, উচ্চ প্রকৃতি দিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বপুরুষদের উপযুক্ত করিয়া লও। কেহ কেহ বলেন আর্য্যপুরুষেরা ভ্রান্ত ছিলেন, তাঁহারা ইন্দ্র বরুণকে মানিতেন। ঈশ্বর, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এ রকম ছিলেন বটে মানি, কিন্তু তাঁরা নাকি সকল সময়ে তোমাকে দেখিতেন না, তাঁহারা জলে কেমন করিয়া জলের দেবতাকে দেখিতেন। হরি হে, আমরা যে বড় বিদ্বান্। কিন্তু, হরি, আমরা কেন সে রকম তোমার পাদপদ্ম জলে

স্থলে দেখিব না। ঈশ্বর, তাঁদের বুদ্ধি দেখে বলিহারী যাই। মা, আমরা বাতাস থেকে তোমাকে বিদায় দিয়া বাতাসকে নিরীশ্বর মনে করিতেছি। মা, তাঁহারা সকলে পাহাড়ে বসিয়া হাত জোড় করে বাতাসের ভিতর তোমাকে দেখিতেন। ওরে কাণা চক্ষু, তোরা বিদ্বান্ হয়ে কিছু দেখতে পেলিনি। আহা তাঁরা কি ভক্ত, জলে স্থলে সকল স্থানে, মা, তাঁরা তোমাকে দেখিতেন। আমাদের কাণা অবিশ্বাসী চক্ষু কিছুই দেখিতে পায় না। কাণা ছেলেরা মাকে দেখিতে পায় না, জলদেবতাকে দেখিতে পায় না। কাণা ছেলে খানায় পড়ে কাঁদিতেছে। কাঁদুক্ কাঁদুক্ আরো কাঁদুক্। মা, আমরা জলে স্থলে, আকাশে, আগুনে বাতাসে সকল স্থানে তোমাকে দেখিব। পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, যে দিকে তাকাইব তোমাকে দেখিব। পূর্ব্বপুরুষেরা কোথায় কোন্ পাহাড়ে রহিলে, আমাদের জাগাইয়া দাও। আমাদের চক্ষে হাত বুলাইয়া দাও, পা বুলাইয়া দাও, উঠে এক বার দেখি। মা, আমরা কিছুই দেখিতে পাই নাই। আহা! এমন টানা টানা চক্ষু কোথায় পাই? ধন্য চক্ষু! ধন্য চক্ষু! মা, তোমার ছেলেরা যেন চামারের ছেলে না হয়। আবার আমরা উৎসব করি, বাপ মার নাম রাখি। হতভাগা ছেলে হয়ে বলি মার নাম ডোবালাম। আমরা কাণা হইয়া রহিয়াছি, ভারত সন্তানের দুঃখ আর কে বর্ণনা করিবে? কি হলো মা? দাও দিব্যচক্ষু কাণা গুলোকে। ইচ্ছা হয় আবার

ঋষিভাবে ইন্দ্র বরুণকে জলের ভিতর দেখি। কাণাদের মুক্তি হউক, বাপ পিতামহের নাম রাখি। মা, তোমার সর্ব্বদুঃখ-হারিণী মূর্ত্তি বাপ মারা দেখিতেন। দর্পহারী, আমাদের অহঙ্কার দূর কর, আমরা যেন আর্য্যঋষিদের মত সকল সময়ে সকল স্থানে তোমাকে দেখে শুদ্ধ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [শা—]

প্রেমে একত্ব।

১৯ এ মে, শনিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে পরমাত্মন্, বাহিরের তত ভাল নয়, হৃদয়ে হৃদয়ে যে প্রেম মিলন তাহাই ভাল। যদি আমরা বাহিরে বলি পরকে ভালবাসি, সে ভালবাসা অসার। হে হরি, আমরা যদি অন্তরে অন্তরে ভালবাসি সেই আসল স্থমিষ্ট। হরি, আমরা এখানে আসিয়াছি বলিয়া সেখান-কার সঙ্গে বিচ্ছেদ হইল। যত দূরে থাক তত প্রণয়, আমরা তোমার শাস্ত্রে এই শিখিয়াছি। মানুষের ভিতর যে প্রেম সেই যথার্থ। শরীর দূর হয়, মন কি ঠাকুর, দূর হয়? মা দয়াময়ী, বল, প্রেমের কি এমনি নিয়ম, যাই শরীর তফাৎ হইল অমনি প্রেমও তফাৎ হয়? যত বিচ্ছেদ তত প্রণয়। কোথায় প্রাণের ঈশা মুষা, তাঁরা কত দূরে? না! তাঁরা কাছে রয়েছেন। প্রেমের সম্বন্ধ কি

এত নিকট। আমাদের ভক্তগণ কলিকাতায় বসে তোমার কাছে প্রেম ভিক্ষা করিতেছেন, গান করিতেছেন। আর তাঁরা যদি বলিলেন, তফাৎ, তফাৎ হইলাম। তাঁদের প্রাণের বন্ধুকে যদি তফাতে রাখিলেন, রহিলামই বা। আর যদি প্রেমের বন্ধন থাকে তবে প্রাণে প্রাণে যোগ থাকিবে। যদি ঝেড়ে ফেলে মুখে বলে "ভাই ভাই" "বন্ধু বন্ধু" তবে বিচ্ছেদ হইল, পাহাড় বলিল দাঁড়া দাঁড়া বিচ্ছেদ হয়েছে। এক দিকে দেখিলে, যেন হৃদয়ের মাঝে বিচ্ছেদের বড় বড় পাহাড় রহিয়াছে, আর এক দিকে প্রাণে প্রাণে যোগ। মা জননী, প্রেমের রাজ্য আনিয়া দাও, অন্তরে অন্তরে দেখা সাক্ষাৎ হউক। তফাৎ তো নই, আমরা সকলে হিমালয়ে বসে আছি। হে আনন্দময়, হে প্রেমস্বরূপ, তোমার সঙ্গে সে দল লইয়া থাকা জমাট প্রেমের কথা। যেখানে থাকি কয়টিতে এক হয়ে থাকি। মা, তাহাদের মনটাতে এক বার বিশুদ্ধ প্রেম আনিয়া দাও। যদি ভালবাসি তো প্রাণের ভিতর ভালবাসিব। তোমার কাছে দেখিব সকলে এক খানি হইয়া রহিয়াছি। মা, পুণ্যেতে এক কর, প্রেমেতে এক কর। ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে এক হইয়াছিলেন, তেমনি আমাদের কর। যেখানে যত সাধু আছেন, সকলের সঙ্গে আমাদিগকে এক কর। যে প্রেমেতে ছাড়াছাড়ি হয় না, যে প্রেমেতে সকলকে এক করিয়া রাখে, মা, আমাদিগকে এমন প্রেম দাও। এই

আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন, যে সাধুদের শরীর নাই, তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া একখানি পরিবার হই। [শা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুষ্প ভাব।

২০এ মে, রবিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে দিব্যধামবাসী, যে হস্ত পুষ্প রচনা করিয়াছে সে হস্ত কেমন সুন্দর, যে মন পুষ্পের রং কল্পনা করিয়াছে, সে মন কেমন। পর্ব্বতে তোমার গাম্ভীর্য্য, হে বিশ্বপতি, পুষ্পেতে তোমার সৌন্দর্য্য, হে বিশ্বনাথ। হে হরি, তুমি আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য পুষ্প রচনা করিলে। স্বর্গের ফুল যেন সাধু, পৃথিবীতে আসিয়াছে। পৃথিবী নরক, নরকের স্থানে পুষ্প কেন কুসুম? থাকিবে তাহার কাছে যার হৃদয় কুসুমের মতন। আমরা পাপী কৃষ্ণবর্ণ আমাদের কাছে ফুল আসিয়াছেন, ইহা ভাবিলে সুখী হই। হে সুকোমল পুষ্প, তোমাদের বাড়ী কোথায়? তোমাদের কে রচিল? তোমরা কেন পাপীকে আজ দেখা দিলে। পরী, সুন্দর, লাবণ্যময়ী, তোমরা কেন আসিলে? তোমরা মার কাছে ফিরিয়া যাও। এ দুর্গন্ধময় স্থানে কেন আসিলে, আবার উড়িতে উড়িতে মার কাছে যাও। মা, ফুল তো গেল না আমাদের গায়ে

বলিল। ইচ্ছা তোমার বুঝিলাম, আমরা ফুলের মতন লাবণ্যযুক্ত হইব। যেমন তোমার দশটি ফুল দশ রংএর, তেমনি আমরা সকল সাধু একপ্রাণ হইয়া তোমার পূজা করিব। মা, তুমি যে পুষ্পশ্রেষ্ঠ তোমার গায়ের পুষ্প। আমি কাঠের দেবতা মানি না, পাথরের ঈশ্বর পূজি না, ঠিক ফুলের মতন সুন্দর যিনি সেই ঈশ্বর আমার। ফুল দিয়া সাজাতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু আবার হাসি পায়, ফুলের অপেক্ষা তুমি শ্রেষ্ঠ। আমার গোলাপ তুমি, আমার জুঁই তুমি, আমার চাঁপা তুমি, আমার গন্ধরাজ তুমি। আমার নীল ফুল তুমি, আমর সাদ ফুল তুমি, আমার সবুজ ফুল তুমি, তবে ঈশ্বর আমি কেন কষ্ট পাইব। দেখিতে ভাল, শুঁকিতে ভাল, বুকে রাখিতে ভাল, এমন ফুল পেয়ে আমি রাখিব কোথায়? মাথার উপর রাখি বুকের ভিতর রাখি। বায়ু ফুল, আকাশ ফুল, বৈকুণ্ঠ ফুল, ফুলে ফুলে একাকার। মা, এই ফুলের বাগানে আমাকে রেখো। ফুলবাগান ছাড়িব না, ফুলবাগান আমার কাছে কেবল একটি ফুল। আমার ফুল ফুটেছে, ফুটেছে বলে পাগলের মত চীৎকার করি। হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া বলি ভারতকে, দেখ আমার ফুলের বাহার কত। সকলকে ফুল লইতে বলি। হে ঈশ্বর, গ্রন্থ পড়িয়া শ্মশানে সাধন করা বড় নিগ্রহ। ফুলের মত তোমাকে যেখানে সেখানে দেখা বড় সুখের। বৈকুণ্ঠ আবার পুষ্প

উদ্যান লইয়া আসিল। গোলাপের বৈকুণ্ঠে দিন কত সুখে থাকি। হে ঈশ্বর, এমন প্রেমেতে সুন্দর তুমি, আমি আবার বলি আমার বন্ধু নাই। মা, তুমি যখন আমার গায়ে হাত দাও গা শিহরিয়া উঠে, ঠিক যেন গোলাপ ফুল আমাকে স্পর্শ করিল। যখন চোক দিয়া মাকে দেখি, ঠিক যেন চো'কে গোলাপের পাপড়ী ঠেকে। যখন উপাসনা করি কতগুলি গোলাপ ফুল আমার বুকে। বৈকুণ্ঠ আসিল, গোলাপের উদ্যান আসিল। তাহাতে ঈশা, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, পাঞ্জাবের গুরুনানক সকল ভক্ত মধুকর সুধাপান করিতেছেন। মা, তোমার চারি দিকে মধুকর রহিয়াছে। বড় মধুকর, ছোট মধুকর, তাহাদের ভিতরে আমিও একটী মধুকর সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছি। হে হৃদয়বন্ধু, আমাদের মধুময় কর। মধুময় চিন্তা, মধুময় কথা, সব মধুময় হউক। ফুলের মতন, মা, শরীর হউক, ফুলের মতন মন হউক। নিষ্পাপ নির্ম্মল হই। মা, তুমি যদি ফুলের মতন কর তবে এখনই ফুলের মতন হই। ফুল কাঁধে রাখি, বুকে ধরি, হস্তে করি; প্রাণ কুসুম হউক। বাহারে ফুল, তোমার কাছে বসিলে কেবল ফুলের কথা বলি। ভগবানের ফুল আমি চুরি করিতে আসিয়াছি। আজ যত ফুলের মধু লইয়া সকলকে খাওয়াইব। এই তো নববিধান, সকল ফুলের রস লইয়া দেশে গিয়া বলিব দেখ ভাই, এই নববিধান। সকলে এই রস পান করিয়া সকলকে মাতাও। দীননাথ, প্রেমপুষ্প,

কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পুষ্পের মতন হই।
পুষ্পময়ী, তোমার শ্রীপাদপদ্মে থাকিয়া ফুলের মতন সাধু
এবং কোমল হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার কাজ।

২১ এ মে, সোমবার।

হে কৃপাসিন্ধু, হে আমাদের মঙ্গলময় প্রভু, খুব উচ্চ ধর্ম্মের কার্য্য করিলেও মানুষ তুষ্ট হয় না। আমি দেখিয়াছি জীবের আচরণ ব্যবহার, সংসারে তোমার কত কাজ করিয়াও তাহার মনে সুখ নাই। হে পিতা, তোমার কাজ করিলে, ভাল কাজ করিলে ধর্ম্ম করিলে কি মন খারাপ হয়, অসুখ হয়, রাগ বৃদ্ধি হয়? তোমার কার্য্যালয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিলে কি কষ্ট হয়? এই তো চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি। তা হবেই তো মা, বিশ্বাস না করিলে কেন সুখ হইবে। আপনার লোক যদি একটি ভাল জিনিষ খাইতে চান তাহা অনেক পরিশ্রম করিয়া দিতে হয়, তবুও তাহা দিব কেন না বন্ধু চাহিতেছেন। আর যেখানে বন্ধুর ইচ্ছা বুঝিতে পারি না সেখানে ভাবি, কি বলিলেন কে বলিল? ঠিক আদেশ শোনা চাই। তোমার মুখে ঠিক শুনিতে না পাইলে কিছুই হয় না। আমি যদি মা, কথা না বুঝিতে পারিলাম তবে

মিথ্যা খেটে কি হবে। মদখাওয়াও যা হাঁকডাক ধর্ম্ম করাও তাই। মা, তোমার কথাটী শুনে কাজ করিলে যত সুখ হয়, আন্দাজে ধর্ম্ম করিলে সে রকম হয় না। মা, তুমি যদি বল, সন্তান, আমাকে দুটি ফুল এনে দে, আমি রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে ফুল আনিয়া দিলাম। যখন ফুল আনিলাম, হাত পাতিয়া তুমি ফুল লইলে, মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, কত সুখ হইল। আর কাজ কাজ করিলে কি হইবে মা, আর কিছু চাই না সংসার কাড়িয়া লও। আর বক্তৃতাও করিতে চাই না। মিথ্যা খেটে মরেছো? বলে যার জন্যে খেটে মরি সেই বলে চোর। ওরে ভোলা মন, পরের ব্যাপার খেটে মরিতেছিস্ কেন, প্রচার করিতেছিস্ কেন? মা, খেটে খেটে প্রাণ গেল কিছু হল না। মিথ্যা ধর্ম্ম করিলাম, মা আদরিণীর কথা শুনিতে পাইলাম না। আমরা খেটে মরছি। প্রাণেশ্বরী, কেবল মাথা নাড়িতেছেন আর বলছেন, ওনয় ওনয়, কেন অত লিখ্‌চিস্, কেন অত খাট্‌ছিস্, আমি কি তোকে বলেছি ও কাজ করিতে? মা, কথা কও। বল মেয়ে আমার, আমাকে বাট্‌না বেটে দাও আমি রাঁধিব, আমাকে ঐ ফুলটি পেড়ে দাও, আমি দেখিব। মা, বল বল আরো বল। মা আমায় যা করিতে বলিবেন আমি তাই করিব। আমি বইয়ের মত লইয়া চলিতে চাই না। আমি মায়ের কাজ করিব। আর হাঁকডাক পরিশ্রম, জগদীশ্বরি, দূর করে দাও তোমার

মন্দির হইতে। তোমার কাজ করিলাম, তুমি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হইল। কেউ শুনিতে পাইল না, সকলে বলিল ছুটি কুল ফুলে আহ্লাদ দেখ। বলুক, মা, গোপনে তোমার কাছে কত আহ্লাদ হইল। মিথ্যা খাটিতেছি কেন? মরিবার সময় কাঁদিব আর বলিব এত খাটিলাম মিথ্যা, মা, একবারও কিছু বলিলেন না। মা, এরা কত দিন খাটিবে? মা, তুমি কথা বলিবে না এরা মার সুমিষ্ট কথা শুনিতে পাইবে না? আর কি আমি এখন কাজ করিতে পারি? জানি মিথ্যা খেটে মনুষ্যে পয়সা পায় না। সমস্ত দিন খাটিয়া বলিব ওগো পয়সা দাওগো ওগো পয়সা দাও, ঐ জন্যেতো কাজ ছাড়িয়াছি। তাই মা তোমার কাজ করিতে আসিলাম। তোমার কাজ করিয়া আশীর্ব্বাদটি পেলাম, আর নগদ লক্ষ টাকা পেলাম। মা, তোমার কাছে এলাম, তুমি বলিলে এই দুধটুকু খা, খেলাম, অমনি চারিটে পয়সা দিলে। খেলাম তবু দিলে। বলিলে এখানে বস, বসিলাম, দুই লক্ষ টাকা দিতে বলিলে। ওরা মিথ্যা মিথ্যা খাটিয়া মরিতেছে কেন? মা, এমনি তুমি আদর কর, ইচ্ছা হয় সকলে তোমার কাজ করে। হে মাতঃ, হে দীনতারিণী, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন মা, তোমার কাজ করিয়া মানবজন্ম সফল করিতে পারি। [শা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দীনতা।

২২এ মে, মঙ্গলবার।

হে প্রেমময় প্রাণ, হে আদরের ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে বাড়াইয়াছে, কি তুমি মানুষকে বাড়াইয়াছ? ইহা ভাবিলে, ঈশ্বর, লজ্জা বোধ হয়। তুমি কত বড়, মানুষ একটা কীট। উচিত, মানুষ তোমাকে খুব বড় করিবে; কিন্তু দেখ হরি বিপরীত হইল, তুমি মানুষকে বাড়াইলে মানুষ তোমাকে বড় করিল না। তুমি উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া মানুষকে কাছে বসাইলে। লজ্জিত হইলাম, ঠাকুর, কার কাছে বসিলাম? এই জিহ্বাকে তোমার পবিত্র নাম করিতে দিলে। এই হাত অশুদ্ধ, যাহা ভাই ভগিনীকে বধ করিতে গেল। এই কলঙ্কিত হাত তোমার চরণে রাখিতে দিলে। মা, এই মন কত পাপ চিন্তা করে, তুমি এই মনে ভক্ত সাধুদের লইয়া আসিলে। এই বাড়ীতে কত পাপ হইতেছে, তোমার দয়া দীন দুঃখীদের কাছে তবু আসিতেছে। ভাবিলে লজ্জায় মুখ অবনত হয়। পিতা, কি করিলে মানুষকে কত বড় করিলে। আমি তোমাকে ছুঁতে পারি না আমার এই অপবিত্র জিহ্বা তোমার দীনবন্ধু নাম করে। মা, তুমি আমায় কেন এত বাড়াইলে? আমরা নরকের কীট নরকে পড়ে থাকিব কেন আমাদের স্বর্গে আনিলে? আবার বলি এত আদর কেন আমাদের? দূর করে ফেলে দাও নরকের আগুনে পুড়ি। পিতা, এত আদর কেন? বৎসরের মধ্যে

কত নূতন কল খাওয়াইলে। সংসারের প্রচুর সুখে সুখী করিলে। আমি তোমাকে কি করিলাম। তোমাকে রাজার রাজা বলিয়া কাঁধে বসাইতে পারিলাম না। পরমেশ্বর, মানুষকে এত আদর করিলে, পাহাড়ের উপরে ক্ষুদ্র কীটকে বসাইলে। মা, এই মিনতি করি, তোমার শ্রীপাদপদ্মে এত আদর পেয়ে যেন খারাপ না হই। যার বাড়ীতে যার এত অপমান, দিন রাত্রি, মা, তুমি এসে সেখানে বস। মা, তুমি কত গরিবকে বড় মানুষ করিলে, কত ধন দিলে, গরিবের ধন, গরিবত্ব কোথায় ছুটে গেল। মা, তুমি গরিবকে ধন দিলে দেবতাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইল। মা, আমাদের কি হইল আমরা এত পেয়েও সন্তুষ্ট হই না। মা, আমাদের কোথায় আনিলে? এ কি দেবতাদের মধ্যে, এ কি অমৃতসরোবরের ধারে। এ কি? কোথায় আসিলাম? মা, এত আড়ম্বরের মধ্যে থেকে যেন ছাই হইয়া না যাই। তুমি আমাদের এত আদর কর, এত দিতেছ, এইটি বিশ্বাস করিয়া যেন বিনম্র হইয়া থাকিতে পারি, মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [মা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার কার্য্য দর্শন।

২৩ মে, বুধবার, ১৮৮৩।

প্রেমসিন্ধু, ভারতবন্ধু, অপূর্ব্ব কৌশলে তুমি ভারত উদ্ধার করিতেছ। আমি দেখি আর বিস্ময়াপন্ন হই, আমি দেখি আর আনন্দিত হই। এত বড় দেশ এত বড় জাতি অন্ধকারে পড়িয়াছিল, কেমন আস্তে আস্তে বাহির করিয়া আনিতেছ। স্বর্গের বাতাস পৃথিবীতে আনিলে। হে ভারতেশ্বরী, তোমার সোণার ভারতকে তুমি যেমন ভাল বাস এমন কে ভাল বাসে। তুমি তোমার ভারতকে ভাল বাস সেইজন্য আবার বেদবেদান্ত টানিতেছ, আবার কত নূতন ফিকির বাহির করিতেছ। ইহা কেহই বুঝিতে পারে না, কেবল ভাবুক ভক্ত বুঝিতে পারেন। মা, তুমি যেমন জান এই দেশ কিসে ফিরিবে, এমন কি আর কেহ বুঝিতে পারে?

মা, এক বার বেদবেদান্ত আনিয়াছিলে আবার নূতন বেদান্ত আনিতেছ। পর্ব্বতেশ্বরী, পাহাড় কাঁপাইতেছ, সমুদ্র কাঁপাইতেছ, আগুন বৃষ্টি হইতেছে তোমার নূতন বিধির জন্য। তুমি যে ভারতকে বাঁচাইবে তার প্রকৃত উপায় করিতেছ। হে প্রেমরূপিণী, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের মা, তুমি আবার ভারতকে উদ্ধার করিবে তাই কত কৌশল করিতেছ। সেই প্রাচীনকালের বেদবেদান্ত হইতে সমু-

দয় বাহির করিতেছ। সর্ব্বধর্ম্ম এক করিবে সেই জন্য এই সকল করিতেছ। ধন্য নববিধানের রাজা ধন্য। নববিধানের রাজা, সরস্বতী, তুমি সকল জ্ঞান বাহির করিতেছ। মা সরস্বতী, তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই, আমরা যেন তোমার কাছে থেকে তোমার নূতন সংহিতা পড়ি। তোমার নাম তুমি আপনি গান কর আমি শুনি।

ভারতের দেবী যে কি করিতেছেন এক বার ভারতবাসীরা এই পাহাড়ে এসে দেখুক না। কত বিশ্বকর্ম্মা লেগেছে স্বর্গে। কত শব্দ হইতেছে আকাশে। এখানে প্রাচীর হইতেছে, এখানকার জিনিষ ওখানে গড় গড় করে পড়িতেছে। কি হইতেছে? নূতন পৃথিবী, নববিধানের স্বর্গ প্রস্তুত হইতেছে। এ সকল কি যে সে সময়ে হয়। মা ভারত উদ্ধার করিবেন বলিয়া কি করিতেছেন একবার এসে সকলে দেখ না, সব দেবদেবীরা ঘর সাজাইতেছেন। ওরে মূঢ় ভারতবাসী, তোরা এক বার পাহাড়ে এসে দেখ দেখ। আমার ইচ্ছা করে, অল্পবিশ্বাসীরা এক বার আসিয়া দেখে মা তুমি কি করিতেছ। মা, কোমর বেঁধে কত খাটিতেছেন, ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিতেছেন। ভাবুক বলিতেছে, জান না মা সকল জ্ঞান এক করিতেছেন। মা, আমাদের বিশ্বাসচক্ষু খুলে দাও, এক বার দেখি তুমি কি করিতেছ। কত আদেশ প্রত্যাদেশ চল্লিশ ঘোড়ার রথে করিয়া আসিতেছে। আহা। হরি কবে দেখিব চক্ষের সমক্ষে এই সকল হইতেছে। আমরা

কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমি যদি বলি মা নূতন বিধান আনিতেছেন, রোজ কি ব্যাপার হইতেছে তোরা এক বার দেখ; আমার কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না, বলিবে কল্পনা করিতেছে। মা, তুমি সকলের চক্ষের সম্মুখে দেখাও। দেবী, তোমার কাজ দেখে প্রশংসা করি, মা, তুমি কত কিকির জান। মা, আমাদিগকে এই আশীর্বাদ কর, আমরা তোমারি হস্তের কার্য্য সকল বিশ্বাস চক্ষে দেখিয়া তোমার মুখের অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া তৃপ্ত ও সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [শা—]

রাজভক্তি।

২৪এ মে, বৃহস্পতিবার, ১৮৮৩।

হে প্রেমময়, হে ভারতের রাজা, আজ হরিভক্তির সঙ্গে রাজভক্তি মিলাইয়া তোমার পূজা করিব, কৃপা করিয়া পূজা গ্রহণ কর। আজ রাজ্ঞীর জন্ম দিন উপলক্ষে ভারত আনন্দের উৎসব করিতেছে। আরো আনন্দিত হউক, আরো উৎসব করুক। হে মহারাজাধিরাজ, আমরা তোমারি দাস, হে গুরু, আমরা তোমারি সন্তান, হে পরমপিতা, আমরা সংসার জানি না, পরিবারের পিতা মাতাকে জানি না, আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে জানি। আমাদের সকলি তুমি, আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তোমারি। আমা-

দের ভারতশাসন পরিত্রাণের শাসন, কল্যাণের হেতু, আমরা তাহাই জানি। এই রাজ্ঞী তোমারি প্রেরিত এই আমরা মানি। হরি, সংসারে আমাদের মা যেমন, রাজ্যে তেমনি আমাদের মা মহারাণী। যাহা তোমার তাহাই আমার, তাহাই আমাদের, যাহা তোমার নয় তাহা আমাদের নয়। আমরা রাজ্যটাজ্য মানি না, আমরা কেবল হরিকে মানি।

আমাদের রাজার কীর্ত্তি আমরা একটুও বাদ দিতে পারি না। মা, তোমার বিধানের ভিতরে এই রাজ্য, তোমারি ভিতরে এই রাণী। এই আর এক খানি রূপ। মা, কতরূপ দেখাও। রাজ্যে গিয়া রাণী হও, রাণীর মন্ত্রী হও। কীর্ত্তি তব অনেক প্রকার, কিন্তু ভক্তের কাছে এক প্রকার। যত দিন বাঁচিব তোমার কীর্ত্তি মাথায় করিব। মা, তাই আজ তোমার কন্যার জন্মদিন, তুমি তাঁহাকে স্নান করাইয়া সকলের অপেক্ষা বড় যে সিংহাসন তাহার উপরে বসাইতেছ। সমুদ্র পর্ব্বত তাঁহাকে রাজভক্তি দিবে। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা তাঁকে রাজভক্তি দিব না? মা, তুমি যাঁহাকে রাজ্যেশ্বরী করিলে, কোটি কোটি লোক যাঁর অধীনে আমরা তাঁহাকে মানিব না? মা, তুমি আমাদের বলিলে, তোমাদের কল্যাণের জন্য আমি একটি ছোট মাকে পাঠাইলাম, তোমরা ইহাকে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, রাজভক্তি, সব দিবে। মা, আমাদের যাহাকে যাহা বলিতে

বলিবে তুমি, আমরা তাঁহাকে তাই বলিব। মা, আজ তোমার কাছে কত হীরা, মুক্তা, পান্নার মুকুট রহিয়াছে, কত বাজনা গান হইতেছে। ইংরাজ বাঙ্গালী সকলে রাজভক্তির গান করিতেছে। মা, ভাগ্যে আজ তোমার বাড়ীতে আসিলাম, তাই দেখিতেছি তুমি আজ তোমার সদ্গুণে ভূষিতা, সুনীতিসম্পন্না রাজকন্যাকে নিজে অভিষিক্ত করিতেছ। আজ যখন আমি দেখিলাম, রাজকন্যা নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন, তখনই শুনিলাম তুমি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছ, "ভারতের রাণী, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি।" অমনি স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে শঙ্খধ্বনি হইল। হিমালয়, তোমার উপরে আজ মহারাণীর জন্মোৎসব হইতেছে, কত কামানের শব্দ হইতেছে। তুমি এক বার বল রাণীর জয়! তার সঙ্গে সঙ্গে বল জয়, মার জয়! মা, তুমি এক বার সকল ভক্তকে লইয়া তোমার ভারতের রাণীকে লইয়া এই খানে বস আমরা দেখি। আমরা কেমন সুখে সুখী, আমরা রাজ্যটাকে মার কাছে আনিলাম। মা, আজ সব এক হইয়া গেল। ধন্য নববিধান, তুমি সকল ধর্ম্ম এক করিলে। যেমন নববিধানের লোক রাজভক্ত, এমন কি আর কেহ হইতে পারে? যে বলিল তোমাকে মার সন্তান, বল দেখি রাণী, এমন রাজভক্তি আর কার হতে পারে? ভারতকে তুমি কুশলে রেখেছ, তার জন্য কৃতজ্ঞতা লও, ভক্তি লও,

আর রাজার রাজা তুমি হে হরি, তোমার এই ব্রাহ্মধর্ম্মের রাজ্য, নববিধানের রাজ্য আমরা কুশলে রাখিব। মা আমরা কয়টি তোমারি দাস তোমার আজ্ঞা শুনিয়া কাজ করিব। রাজাধিরাজ তুমি, তোমারি চরণে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ এক হউক। মা, তুমি আজ সকল বিবাদ বিসংবাদ দূর কর আমরা সকলে এক হই। মা, আমরা তোমার নববিধান পূর্ব্ব পশ্চিমে সকল স্থানে যেন প্রচার করিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন রাজভক্তি দেখাইয়া কুশলের রাজ্য স্থাপন করিতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরস্নিগ্ধতা।

২৫এ মে, শুক্রবার, ১৮৮৩।

হে মঙ্গলস্বরূপ, হে শান্তিকমল, অগ্নিময় হৃদয়ে তুমি শান্তি হও, উত্তেজিত মনের তুমি সমতা হও, রাগীর তুমি ক্ষমা হও, অপ্রেমিক বিদ্বেষীর তুমি প্রেম হও। হে ঈশ্বর, সংসার আগুন, স্বর্গ জল, হে ঈশ্বর, টাকা কড়ি মায়া মমতার জ্বালায় জ্বালাতন, পুণ্য এবং প্রেমে শান্তি তুমি। হে ঈশ্বর, আমরা যেখানে থাকিতাম সে গরম স্থান, আমরা যেখানে আসিয়াছি, এ স্থান শীতল। হে

ঈশ্বর, নিম্ন ভূমিতে কোলাহল, উচ্চ ভূমিতে নিস্তব্ধতা। যদি উচ্চ ভূমিতে আনিলে তবে মনকে শীতল কর। গায়ে হাত বুলাইয়া ঠাণ্ডা কর। বাল্যকাল হইতে জ্বলিতেছি, পুড়িতেছি, চিন্তার জ্বালা, রোগের জ্বালা, অপমানের জ্বালা, উৎপীড়নের জ্বালায় আজ কত বৎসর জ্বলিতেছি এক বার গণনা কর। পথিক আর পারে না, শান্তিদাতা, শ্রান্তকে শান্তি দাও। আর মনও এমনি হইয়া আসিতেছে যে আর অশান্তি সহিতে পারে না। একটু যদি গরম বাতাস লাগে অমনি, ঠাকুর, দেহ মন কাবু হইয়া পড়ে। অত্যুক্তি করিব কেন, হৃদয়ের ঠাকুর, হৃদয়ে থাকিয়া দেখিতেছ। একটু গরম শরীর সহ্য করে না, একটু গরম আত্মা সহিতে পারে না। ইচ্ছা হয় এমন স্থানে যাই যেখানে কেবল যোগ ধ্যান হয়। সেই দেশে পলাইয়া যাই, আর লু সহিতে পারি না। এখন যদি দূর হইতে দেখি বিবাদের আগুন লেগেছে অমনি যেন গা পুড়ে যায়। নিষ্ঠুর বন্ধুগণ যদি এই অপটু বন্ধুকে এমনি করেন, এইখানেই আমাকে পুড়িতে হইবে। ঠাকুর, জান তো তুমি, যে মানুষ ঘরের একটু গরম আগুন সহিতে পারে না, সে কিরূপে এ সকল সহ্য করিবে? পৃথিবীতে বড় গরম, এখানেও সাধুদের গরম, এখানেও রাগ। দেখ নাথ, হিমালয়—আমাদের যেখানে আনিয়াছ, ইনি কিন্তু ও রাগেন না। ইহার মাথায় অনন্ত হিমানী রহিয়াছে,

হাজার রৌদ্রের তাপেও তাপিত হন না। দেখ হিমালয়, এই রকম তোমার মা, তিনি কিছুতেই রাগেন না। অনন্ত হিমানী। যে বরফ গলে না সেই বরফ তোমার মাথায়। হে হিমালয়, তুমি আমার মাকে মাথায় করিয়া রহিয়াছ। অনন্ত হিমানী তিনি তোমার মাথায় ঝক্ ঝক্ করিতেছেন। আমি সেই রকম হইব। তোমার মত আমার মাথায় অমনি অনন্ত হিমানী থাকিবে, আমি কিছুতেই রাগিব না। আর তাহা যদি না হয়, তবে যেখানে লু চলে সেই থানে যাই। মা অনন্ত হিমানী, তুমি এমন কর আর যেন না রাগি, পাহাড়ের মতন গম্ভীর শান্ত হইয়া থাকিব। সকলের স্বভাব এক নয়, হরি, তুমি তো আমাকে ও রকম কর নাই। আমার ঝগড়া শুনিলে অন্তরের অন্তর শুদ্ধ জলিয়া যায়। তাই বুঝি আমাকে গরম দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে। বলিলে তোর মাথা গরম হয়ে গেছে, চল্ তোকে সেই হিমালয়ের উপর লইয়া যাই ঠাণ্ডাতে। হয় তো তুমি এবার মনে করিতেছ, একে হিমালয়ের করে রাখিব। হয় তো মনে করেছ এর এক গুণ ক্ষমা দশ গুণ করে দিব। হয় তো মনে করেছ হিমালয়ের উপর একে প্রেমিক করে রাখিব। যদি তোমার মনে এই ইচ্ছা হয় তবে তাই কর না, হরি? চিরক্ষমাশীল, প্রেমেতে চিরস্নিগ্ধ কর। আমি বরফ, রাগিতেও জানি না গোল করিতেও জানি না। তোমার রাজ্যে যাইতে ইচ্ছা করে, যেখানে তোমার

সাধুগণ আছেন। মা, আর এই লোকগুলিকে যাঁরা এখানে আসিয়াছেন, তাঁদের ঠাণ্ডা কর। এখানে বসিলেই মন ঠাণ্ডা হইবে, এই কয় দিনে একেবারে মন মাটী হয়ে যাবে। আর কি এরা রাগ করিবে? মা, বল দেখি হেসে হেসে যে ইহারা আর রাগিবে না, ইহারা পাথরের মত হইবে, আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি। দাও পাথর করে, যেমন তোমার সিমলা একটি, মরি একটি, নৈনিতাল একটি, দার্জ্জিলিং একটি, মা, নববিধানের একটি একটি লোককে এমনি কর। এইখানে দেখা যাইতেছে বেশী দূর নয়, ঐ বরফের কাছে গেলে চিরশান্তি। চল মন আরো উপরে চল, গিয়া মাকে ডাক। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন পাপের আগুনে শান্তিজল ঢেলে দিয়ে বরফের মতন শীতল হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীধর রূপ দর্শন।

২৬এ মে শনিবার ১৮৮৩।

হে দীনবন্ধু, হে অনাথশরণ, তিনি ধন্য যিনি তোমাকে শ্রীধর নাম দিলেন, যিনি শ্রীপতি বলিয়া তোমাকে পূজা করেন, যিনি তোমাকে শ্রীনিবাস বলেন। যিনি জানেন, যিনি মনের সহিত তোমাকে শ্রীধর শ্রীনিবাস বলেন, তিনি

ইহ পরকালে সুখী হইবেন। কেবল তোমাকে ডাকিলেই হয় না। একটি একটি নাম দিতে হয়। সেই জন্য ভক্তেরা শতাধিক নাম তোমাকে দিয়াছেন। তোমাকে শ্রীধর বলিতে পারেন তাঁহারা যাঁহারা তোমাকে শ্রীযুক্ত দেখিয়াছেন। তা না হইলে, ঈশ্বর, তোমাকে বনের মধ্যে আন্দাজে 'সত্যংশিবং' বলিয়া ডাকিতেছি। যাহারা সহস্র বার উপাসনা করিয়াছে তাহারা শ্রীনাথ বলিয়া ডাকিতে পারে না। তোমার মুখের জ্যোৎস্না চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে রূপের সঙ্গে কোন তুলনা হয় না সেরূপ কি আমাদের দেখাইবে না? তবে কেন আসিলাম পর্ব্বতে। যেরূপ দেখিলে আমরা বলিব আমি কেন আর এ পথে ও পথে যাব, হৃদয়নাথের রূপে যে মন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমার ভগবানের রূপে যদি আমি মুগ্ধ হইলাম তবে কেন অন্য পথে যাইব? আমরা চাই যে খুব উৎকৃষ্ট রূপ দেখিতে। হিমালয়ের মতন উজ্জ্বল রূপের ছটা, চারি দিকে প্রেমপুণ্য ঝক্ ঝক্ করিতেছে. সেই রূপ দেখিতে চাই। অসার সুখের জন্য পাপের কাছে, সংসারের কাছে আর যাইব না। আমার শ্রীধরের কেমন মুখের শ্রী, কেবল শ্রী, অন্তরে বাহিরে কেবল শ্রী দেখিব। শ্রীধর শ্রীনাথ, কাছে এসো এক বার তোমার নির্ম্মল চকচকে রূপ দেখি। যে রূপ দেখিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, পাপ তাপ দূর হয়, সশরীরে স্বর্গারোহণ হয়, সেই রূপ দেখাও। সকল

রূপ দেখালে, ঈশ্বররূপ এক বার দেখাও। তোমার রূপ দেখিয়া আমাদের সুন্দর শ্রী হইবে, উপাসনার পরে দেখিব আমাদের এমন শ্রী হইয়াছে, পৃথিবী আমাদের দেখিয়া বলিবে তুই বুঝি আজ ঈশ্বরকে দেখিয়াছিস্? লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুল কোটি কোটি সূর্য্য তোমার চরণে, হিমালয়ের উপর এমন রূপ দেখাও। মা, কেবল তোমার রূপ হেরি আর রূপরস পান করি। কোথায় লুকালে পার্ব্বতী? ভগবতী, কোন পাহাড়ে লুকাইয়া রহিলে। মা লক্ষ্মী, কোন্ খড়ের ভিতর লুকালে? আর ঘোমটা দিও না, আর পর্দ্দার পশ্চাতে লুকিয়ে থেক না। এক বার দেখা দাও, তোমার মেয়েরা হা করে বসে রয়েছে। গোলাপের শ্রী, পর্ব্বতের শ্রী, নদীর শ্রী যে রূপে সেই রূপ এক বার দেখাও। এমন সুন্দর আর কোথাও নাই, ইচ্ছা হয় কেবল ঐ রূপ দেখি। বন্ধু বলে বন্ধু, চাঁদ বলে চাঁদ। পাহাড়ে যদি থাক, মা, দেখা দাও গৃহস্থের বাড়ী এসে দেখা দাও। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার সেই মনোহর রূপ দেখিয়া শুদ্ধ হই। তোমার চরণে থাকিয়া ঈশ্বরের রূপ দেখিয়া আমরাও শ্রীসম্পন্ন হইব। [মা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্যযুগের সমাগম।

২৭ এ মে, রবিবার।

হে দয়াময়, হে ভারতের পরিত্রাতা, দেশে এক জন রাজা আসিলেন, সাধারণ লোকে তাঁহাকে ইতর মনে করিয়া অগ্রাহ করিল। বহুমূল্য একটি রত্ন দেশের মধ্যে আনীত হইল, লোকে তাহাকে সামান্য মনে করিল। যে বস্তু এক দিন সমস্ত পৃথিবীতে রত্ন বলিয়া সমাদৃত হইবে, রাজার মুকুটে রত্ন বলিয়া বসিবে, জ্ঞানীর জ্ঞান হইবে, ভক্তের বুকে বসিবে, গৃহস্থ সমাদর করিবে, সংসারীরাও অনাদর করিবে না, এক দিন যে বস্তুর এত সম্মান হইবে, সেই বস্তু আজ জগৎ চক্ষু থাকিয়াও দেখিতেছে না, হস্ত থাকিয়াও ধরিতেছে না। বারংবার বলিলাম, লোকে মানিল না। ইহার কাছে বহুমূল্য রত্ন হারিয়া যায়, এমন বস্তু তবুও কেহ লইতে চায় না। কিন্তু আমরাও ইহাকে কখনই স্পর্শ করিতাম না ধর্ম্ম না বুঝিলে। একি তাঁবা, না মুক্তা, না রূপা, যে ইহাকে সেইভাবে পূজা করিব। ইহা বলিলে, হে প্রভু, আমাদেরও পরিত্রাণ হইবে না। এই হিমালয় হইতে নববিধান নদীর মত গড়াইতে গড়াইতে যাইতেছে। যেমন গঙ্গা তোমার পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া দেশে দেশে কত স্থান উর্ব্বরা করিতেছে, তেমনি তোমার এই নববিধান কত দেশ দেশান্তরে পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রচার হইবে, লোকের কত

উপকার করিবে। যে পরমা সুন্দরী দয়াময়ী মার মুখ ইউ-রোপ, আমেরিকার লোকে দেখিবে, আমরা তাঁহাকে আগে দেখিতেছি। ধন্য ভারত! কিন্তু মনে দুঃখ রহিল কেহ বিশ্বাস করে না নববিধানকে। পরব্রহ্ম আকাশের দেবতাকে মার সাজে সাজাইয়া নববিধান গৃহস্থের বাড়ীতে আনেন। দয়াময়ী মা আসেন, এ সামান্য ভাব নয়, যোগভাব, ঋষি-ভাব। ঋষি যিনি, কেবলই ব্রহ্মানন্দরস পান করেন। আমরা কি ধন পাইয়াছি! বুকের ধন, তোমাকে এই লোকেরা চান না. হরি, এমন দিন কি হবে যে দিন সকল ভাই ভগিনী তোমাকে ডাকিবে? আর কি, যখন পর্ব্বতে মাকে দেখিলাম তখন পৃথিবী, আর দুঃখ করিও না। আমাদের মত এক দিন তোমারও সৌভাগ্য হইবে। ভারতের লোক গুলো কেঁদে কেঁদে বেড়াইতেছে দেখিলে দুঃখ হয়। হ্যাঁরে ভারতবাসী, তোর কি মা বাপ নাই? তুই কি পিতার ত্যাজ্য পুত্র হয়েছিস? এই সময় ভারতে এত দুঃখ! অন্নপূর্ণা যে দেশে দেশে বাড়ী বাড়ী বেড়াইতেছেন। এখন কি আর বিশ্বাস করির রাজপুত্র তুমি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া রহিয়াছ, তোমার অন্ন নাই? না মিথ্যা কথা। তুমি রাজার পুত্র তোমার মার কাছে কত ধন, মাকে দেখ। ভারত আর দুঃখ করিও না, মা যে রথে চড়িয়া আসিয়াছেন দেখ। অবশ্য এক দিন তুমি দুঃখ পাইয়াছিলে তাহা

মানি, কিন্তু এখন আর বিশ্বাস করিব না। আমি তোমার মাকে দেখিয়াছি, জাগ্রত জীবন্ত রূপ পাহাড়ে দেখিয়াছি। আর দুঃখ করিও না, নাস্তিকতা পাপ ছাড়। দেখ মা তোমাকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন। হরি, তোমার দিন আসিয়াছে তুমি রাজা হইবে। বেদ বেদান্ত আবার জানিলে ভারত রাজপুত্র হইল। আবার বলি, লোকগুলি ভাল হইল না এই দুঃখ রহিল। এমন রত্নকে চিনিল না, পাহাড়ে আসিয়া লোকে তোমাকে দেখিল না। আমি নিশ্চয় জানি, তোমার পৃথিবীতে আবার আদর হইবে। চীন জাপানের লোকে তোমাকে আদর করিয়া লইবে। কিন্তু আপনার লোকে তোমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে। মা, তুমি কি হিন্দুস্থানীদের দেবতা, না পঞ্জাবের রাজ্ঞী? নির্বোধ ভারত সন্তান, তুমি মাকে ডাকিবে না? উঠ, জাগ ভাই জাগ। মা, আমাদের আনন্দের দিন আসিয়াছে আর আমরা দুঃখ করিব না। ঘর পরিষ্কার করি, আসন পাতি। হিমালয় হইতে চেঁচাইয়া বলিব ভাই, এসো, ভগিনী, এস; আমাদের সুখের দিন আসিয়াছে। মা, তুমি যখন আসিবে, তোমাকে বরণ করিয়া লইব, তোমাকে পৃথিবীর সিংহাসনে বসাইয়া তোমার পূজা করিব। মা, হিমালয়ে যেমন তোমার মন্দির স্থাপিত হইল, তেমনি পৃথিবীতে তোমার মন্দির স্থাপন হইবে। মা, আমি পরলোকে গিয়া দেখিব যত বড় বড় লোক আমার

মার পূজা করিতেছে। আমরা এই ক্ষুদ্র ঘরে তোমার পূজা করিতেছি ইহার পর ভবিষ্যতে তোমাকে যত নৃপতি-গণ রাজা করিবে। সময় আসিতেছে, যত সাধু সাধ্বীরা পরিবারে লইয়া তোমার পূজা করিবে। তথাপি বলি মা আমরা ধন্য। কেন না প্রথমে আমরা তোমার পূজা করিয়াছি তোমাকে ডাকিয়াছি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিশ্বাস করিতে পারি যে তোমার সত্যযুগ আবার আসিবে, নগরবাসীরা সকলে তোমার পূজা করিবে। আমরাও তোমার চরণে প্রাণ মন বিসর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [মা—]

শুদ্ধি।

২৮ এ মে, সোমবার।

দীনদয়াময়, প্রেমসিন্ধু, তোমারি লোক আমরা, তোমারি সাক্ষী আমরা। আমাদের দেখিয়া লোকে ভাল হইবে এই তুমি চাও। আমাদের চরিত্র দেখিয়া লোকে নব-বিধান পাঠ করিবে। আমরা যেমন তেমন হইলে চলিবে না, ঠাকুর, আমাদের আদালতে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে হবে। সত্যের সাক্ষ্য বড় শক্ত, ঠাকুর। সংসারে আর কে আছে? আমরা যদি না সাক্ষী দি তবে কে আর দেবে বল?

লোকে যে বুঝে উঠিতে পারিবে না, দয়াময়ী, তোমার নববিধানকে। আমারা খাঁটি হব তবেতো, ঠাকুর, লোকে ধর্ম্ম বুঝে উঠিবে। আর আমরা যদি ভাল না হই, লোকে বলিবে দেখ কেমন রাগী লোভী, এত দিন উপাসনা করে এই ফল।

দয়াময়ী, ইহাঁদের খাঁটি করে দাও। ইহাঁরা খাঁটি না হইলে তোমাকে কেহ চিনিবে না; আমার প্রিয়তম ধর্ম্ম কেহ বুঝিবে না। খাঁটি না হইলে পাহাড়ে আসা মিথ্যা, যোগ ধর্ম্ম করা মিথ্যা। খাঁটি না হইয়া যদি উপাসনা করে গান করে তাহা হইলে কিছু হবে না। আমাদের দলে যে একটিও খাঁটি লোক নাই, হরি। এরকম করিলে তো, হরি, আর রথ চলিবে না। ধর্ম্মের নৌকা ডুবে যাবে, আর নববিধানের যৎপরোনাস্তি অপমান হইবে। আর কি বলিব, ঠাকুর, আমরা যদি খাঁটি না হই এত দিনের ধর্ম্মটা মিথ্যা হইবে। হে শ্রীহরি, হে মঙ্গলময়, তোমার সহচর অনুচর যাহারা হইবে খুব খাঁটি না হইলে যে ইহাদের হইবে না। ইহারা খুব সত্যবাদী খুব জিতেন্দ্রিয় হইয়া লোকের কাছে দাঁড়াবে; মা, এমন লোক না হইলে হইবে না। মহিমা হইবে কিসে, পাহাড়ে বসিয়া চক্ষু বুঁজিলেও কিছু হয় না, খুব খাঁটি হইতে হইবে। আদালতে দাঁড়িয়ে বলিবে ধর্ম্মের জয়! ধর্ম্মের জয়? ধর্ম্মের জয় কিসের? যদি ইহারা খাঁটি হইতে না পারিল। যাকৃ,

আর উপাসনা করিয়া কাজ নাই। দিন দিন কি অগ্রসর হইতেছি? আর মাকে অপমান কেন? উপাসনা করে কাজ নাই। প্রেম পুণ্য শান্তি দাও, আমরা এক এক জন পৃথিবীর কাছে দাঁড়াইব, পৃথিবীর লোকে দেখিয়া বলিবে এই কয়টি লোক যেমন ঠিক মার একখানি পরিবার। আমরা মার উদরে জন্মেছি কি এই জন্য যে রোজ সমান থাকিব? চৌদ্দটা গান করিব যে দিন সে দিনও যে রকম তার পর দিনও সেই রকম—স্বভাব একই রকম রহিয়াছে। পরমেশ্বর, বিষম ব্যাপার, যদি সমান থাকে লোক, একই প্রকার থাকে তাহা হইলে পৃথিবী দূর করে দেবেই দেবে। খাঁটি কর, ভাল কর কয়টিকে বেছে লইয়া। দিন দিন তিল তিল করে ভাল হই। আর দেরী করিও না। খাঁটি কর খাঁটি কর। আমরা স্নানটা করিব অমনি শুদ্ধ হইয়া যাইব। মা, তোমার পাদপদ্মে থেকে দিন দিন খাঁটি হব। আমরা লোক দেখান উপাসনা আর করিব না, মিছে মিছে বাহিরে ধর্ম্ম দেখাব না। জীবনের কাঁটা গুলি একটি একটি করিয়া বাছিয়া ফেলিব, পাপমলা ধুয়ে ফেলিব, পুণ্যের বসন পরিব। তোমার জ্যোতির ভিতরে থেকে শুদ্ধ হইব, মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [সা—]

মনোগমন।

২৯এ মে, মঙ্গলবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে মহাদেব, সংসারের আহার বিহার মধ্যে আত্মা আসল কাজ ভুলিতেছে। শরীর বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে জন্য ভবে আসিলাম তাহা কেন ভুলিব? হে দীনবন্ধু, সংসারের অনন্ত গোলমালে দিন কাটাই কেন? এখন আরাম করিতে করিতে একটিবার তোমাকে ডাকিলে কি হইবে? পিতা, জীবনের আসল কাজ ভুলিয়া খাওয়া দাওয়া টাকা কড়ি মনকে এমন টানি-তেছে যে, যে জন্য পৃথিবীতে আসা মন তাহা ভুলে গেল। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা আপনার খবর লন।

এই মনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড সিঁড়ি আছে তাহাতে উঠিলে ছাতে যাওয়া যায়। যেমন এই পর্ব্বতে উঠিলে সমুদয় দেখা যায়, তেমনি সেইখানে স্বর্গের সাধু দেবতাদের দেখা যায়। সেখানে বসিলে মন সংসারবাসনা ভুলে যায়, স্বর্গের রাজাকে দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মেতে লীন হয়, তাহাতে মিশে যায়। সেই আমাদের বাড়ী। পিতা, আমরা কোথায় এই দুর্গন্ধময় স্থানে বসিয়া রহিয়াছি। হে প্রেমময়, মনের ভিতর গেলে ভাল জায়গায় যাওয়া যায়। কোথায় ভাই বন্ধু? তাঁহারা আত্মার ভিতর। ভিতরে কত প্রেমের পাহাড়। ভিতরে যথার্থ মহাদেবী তারা-

দেবীর পাহাড়। মনের ভিতর উঠিতে উঠিতে গিয়া পাহাড়ের উপর বসে যোগ করিতে হয়। আর কিছু চাই না সেইখানে গিয়া তোমার সঙ্গে মিশে যাই। আমরা কি করিতেছি? এ সকল তো পশুর কাজ। হাত পা নাড়ে তো পশুরা। সেখানে যোগীরা স্থির হইয়া তোমাতে এক হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের হাত পা নড়ে না। লইয়া যাও, পিতা, সেই রাজ্যে, আর পশুর রাজ্যে থাকিতে চাই না। সেখানে হাজার হাজার যোগী বসে যোগ করি-তেছেন। যত ডাকিলাম, ও যোগী দেখ না আমরা আসি-য়াছি, কত ধাক্কা দিলাম কিছুতেই নড়ে না, একটিও টুঁ শব্দ নাই। কাঠের বা পাথরের পাহাড় যেমন নিস্তব্ধ, তেমনি তাঁহারাও। আহা! হরি, তোমার পাদপদ্ম লাভ করে তাঁহাদের এই হয়েছে। হরি, আমরা মিথ্যা খেটে খেটে মরিলাম। পিতা, তোমার সন্তানদের এই বাজার থেকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাও। এখানে বসিয়া যোগ হইবে না সেইখানে যাইতে হইবে, যেখানে বসিলে যোগেতে কেবল হরিসুখে সুখী হব। ওরে কাণা মন, তুই কিছুই দেখিতে পাইতেছিস্ না, ঐ যে পাহাড়ে ব্রহ্ম চক্ চক্ করিতেছেন। কালা, কিছুই শুনিতে পাইতেছিস্ না ব্রহ্ম-বাণী। চল্ চল্ শীঘ্র চল্ সকলে যে চলে গেল। কাণা এক বার চক্ষু খুলে দেখ ঐ দিক্ হইতে প্রখর কিরণ আসি-তেছে। ভোলা মন চল্ চল্ শীঘ্র চল্ আর ভাবতে হবে না।

যোগেশ্বরী, ঐ খানে না গেলে হবে না, ঐ যোগের জায়গায়, মা যোগেশ্বরী, কাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া চল তা না হইলে যাইতে পারিব না। মা, ঐ যে জ্যোতির্ম্ময় কৈলাস-গিরি ঐ খানে আমাদের লইয়া চল। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর সংসারের মিথ্যা কাজ না করি। তোমার ভিতরে থেকে যোগী হইব, সোণার ভিতরে থাকিয়া সোণা হইয়া যাইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। | সা— |

পুণ্য সাধন।

৩০এ মে, বুধবার।

হে দয়াময়, হে পতিতপাবন, আমরা যখন নিম্নভূমিতে ছিলাম তখন কত ওজর করিতাম। এ সংসারে গোল, এত উত্তেজনা, এত প্রলোভন, এই বলিয়া ঠাকুর, তোমার পূজা করিতাম না। বলিতাম হাটের ভিতর কি, ঠাকুর, যোগ হয়, টাকা কড়ির ভিতর কি তোমাকে দেখা যায়? তুমি ওজরশূন্য করিবার জন্য বুঝি এখানে আনিলে? বলিতেছ এখন ওজর কর। হরি, এমন শান্ত স্থানে আনিয়াছ, এখানে যদি মন ভাল না হয় তবে, ঠাকুর, কোথায় যাইব? হরি, আমাদের এমন স্থানে আনিয়াছ যে আজ একটা ঝগড়া, আজ একটা হিংসা, এ সব আর হবে না।

হরি আমাদের মিথ্যা কথা যাই তুমি শুনিলে অমনি এমন জায়গায় আনিলে যেখানে ওজরের কিছুই হইবে না। এখানে একটুও ওজর করিলে চলিবে না। এ ঋষিদের স্থান। এখানে রাগেও জ্বলিতে হবে না, লোভেও পড়িতে হবে না, তবে এখানে কেন ভাল হব না? হরি, এখানের চেয়ে কি আর ভাল স্থান আছে? এ যে স্বর্গ। এখানে রিপু প্রবল কেন? রাগ যেন জঙ্গলে, বাজারে যেন গোলমাল এটা বুঝিলাম, গাছের তলা এখানে, কেন রাগ হইবে, লোভ হইবে? গাছ কি আমাদের রাগাইতেছে, পাহাড় কি আমাদের চটাইতেছে? শান্ত পাহাড় আমাদের বন্ধু, বিশ্বাসী বৃক্ষ আমাদের সহায়, তবে কেন আমরা ভাল হব না। তুমি বুঝে বুঝে আমাদের কাণ মলে এমন জায়গায় এনেছ যে আর ওজর করিবার যো নাই। এখানে সংসারের ভাবনা নাই, এখানে আজ গিয়া পাঁচঘণ্টা যোগ করিতে হইবে। এ যে একেবারে তোমার কোলের ভিতর মুনি ঋষিদের স্থানে আসিয়াছি। মা এখানে যেন কাম ক্রোধ লোভ মোহ না আসে। এস্থানে যদি রাগ হয় মুনি ঋষিদের স্থান কলঙ্কিত হইবে। এখানে বাতাস যেন গালে চড় মারে। আমরা যদি বলি না বুঝিয়া একটু রাগ করিয়াছি তুমি কিছুতেই শুনিবে না। মা, তুমি বলিবে এখানে করিস্ না, মরবি। বিচারপতি, এখানকার আদালত বড় ভয়ানক। আমাদের কলিকাতায় এরকম নয়। সেখানে বড় বড় পাপ করিলে বেড় থাইতে

হয়, দুই মাস চার মাস জেল খাটিতে হয়। এখানে বড় শক্ত বিচার। একটু কুচিন্তা মনে আনিলে বেত খাইতে হবে, ভয়ানক শাস্তি হইবে, এখানকার বিচারপতির হুকুম। এখানে রাগের কারণ নাই, লোভের কারণ নাই, এ দেবতাদের স্থান। মা, বুঝিতে দাও যাঁহারা এখানে এসেছেন বেত খেতে খেতে মরিতে হবে। তা না হয় খাঁটি হইতে হবে, সকল নরনারীরই খাঁটি হইতে হইবে। খাঁটি হইয়া দেশে গিয়া বলিব দেখ হিমালয়ের আদালত হইতে খাঁটি হইয়া এসেছি। এখানে একটা পাপ করিবার যো নাই, হিমালয়ের দেবতা বলিয়াছেন, এখানে অষ্ট প্রহর খাঁটি থাকিতে হইবে এখানে একটুও ওজর নাই। তবে দয়াময় খাঁটি কর। এখানে ব্রহ্মচিন্তা ভিন্ন আর চিন্তা নাই, কেবল চিন্তামণিকে ভাব, কেবল হরি সুন্দরকে দেখ। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সকলে পাপশূন্য হইয়া ওজর শূন্য হইয়া ভয়ে ভীত হইয়া হিমালয়ের বাতাসে শুদ্ধ ও সুখী হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। [স—]

অলৌকিক ভাব।

৩১এ মে, বৃহস্পতিবার।

হে দীনদয়াল, হে নববিধানের রাজা, যখন কেবল ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম মানিতাম তখন অবস্থা এক রকম ছিল, দায়িত্ব কম ছিল। এখন নববিধান বিশ্বাস করি এখন আর এক অবস্থা, দায়িত্ব বড়। হে পিতা, বিধান মানা ভয়ানক ব্যাপার। ঈশা মুষাদের সেই যে ধর্ম্ম, তাহার সঙ্গে আমা-দের ধর্ম্ম এক করা এতো সহজ নয়। কিরূপে সহজ বলিব, ঠাকুর, যদি এ মানুষের ধর্ম্ম হইত সামান্যভাবে ধর্ম্ম করিতাম কেইবা খবর লইত? কিন্তু যখন তুরী ভেরী বাজাইলাম, বিধান আসিল, স্বর্গে শঙ্খধ্বনি হইল, ইহা তো সামান্য ব্যাপার হইল না। স্বর্গের বাণী, স্বর্গের প্রেরিত, এই সকল হইল আমাদের। পিতা, তোমাকে বলি এখন কি আমরা সামান্যভাবে থাকিতে পারি। পিতা, তুমি বল আমাদের কি এ বেশ সাজে বিধানে। যারা প্রত্যাদিষ্ট হয় তারা তো সহজ নয়। পৃথিবী বলে আমি জানি, ঈশা মুষা গৌরাঙ্গ সেই শ্রেণীর লোক ইহারা। তাঁহারাও বই মানিতেন না, ইহারাও তেমনি। তাঁহারা বলেন অগ্নিময় ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ইহাঁরাও তাহাই দেখেন। এখন আর কি হইবে—পৃথিবী আমাদের বলিতেছে তোমরা ঈশাদেব মতন, তাঁদের

চরিত্র যেমন তোমাদের ও তেমনি। কেবল তাঁহাদের অপেক্ষা তোমরা ছোট, তোমরাও বিধানের লোক তাঁহারাও বিধানের। দেখ, হে হরি, পৃথিবী একথা বলিয়া যেন আমাদের উপহাস করিতেছে। তাঁহাদের জীবন এক রকম, কি রিপুদমন, কি পুণ্য, কি আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার, আমরা কোথাকার অধম নারকী। ঈশ্বর, আমরা যে বংশের লোক সে রকম হইলাম না। হরি, আমরা যদি অমনি যেমন তেমন হইতাম, কত রকম সম্প্রদায় আছে তেমনি আমাদেরও একটা সম্প্রদায় থাকিত। তা নয়, কোথা থেকে তেড়ে ফুড়ে হিমালয়ের উপর উঠে বলিলাম, আমরা ব্রহ্মকে দেখিয়াছি, আমরা প্রত্যাদিষ্ট। পৃথিবী আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিল আবার ঈশা মুষাদেব সময়ের লোক আসিয়াছে। তার পর আমাদের স্বভাব দেখিয়া বলিল, ওরে আমাদের মতন পাতকী এরা, এদের জীবন অবিশ্বাসী। হে পিতা, আমাদের জীবনটা ছোট করেছে, ধর্ম্ম বড়। খুব বিশ্বাসী হইতে হয়, পৃথিবী কাঁপাইতে হয়। নববিধানবাদীরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? একটা নববিধানের পরিবার হিমালয়ে এসেছে। পৃথিবী দেখে বলে, এ মাটী থেকে গজায় না, এ স্বর্গ হইতে আসে। হরি, সে রকম কৈ হইতেছে? এ যেন পাঁচমিশুলে ধর্ম্ম, ঠিক অন্য ধর্ম্মের মতন ইহাও একটা। যদি ঈশার মতন হইত আজ কি এ পাহাড় এ রকম থাকিত। বল না ঠাকুর, যদি

মুষার মতন পাহাড়ে জলন্ত ঈশ্বর দেখিতাম, তবে পাহাড় এ রকম থাকিত না। আমরা যদি জীবনে সে রকম দেখাইতে পারি তবে তো হইবে। আমাদের দেখিয়া লোকে বল্‌বে এঁরা রাগেন না কিন্তু একটু রাগ থামাইতে পারেন না। এঁরা ভারী ভারী কথা আকাশ হইতে শোনেন, কিন্তু একটা নিজে বলিতে পারেন না। হরি, সে রকম হুঙ্কার করে যদি বলি আমরা প্রেরিত, আমরা প্রত্যাদিষ্ট তা হলে প্রেমের সমুদ্র উথলে উঠিত; এ যে একটি ডোবার মত চুপ করে রয়েছে। তা হলে জলন্ত অগ্নি জ্বলিত, এ যে একটি প্রদীপ মিট্‌ মিট্‌ করিতেছে। হরি, যেমন ধর্ম্মটা বড় তেমন জীবনটা কৈ? তুমি জলন্তরূপে আমাদের দেখা দাঁও। আমরা বিশ্বাসী হইয়া তোমার কাজ করি। আমাদের কি বিধান নাই? এ রকম ঘুমন্ত যাঁরা সেখানে বিধান নাই। মা, বিধান বিধান ক্রমাগত করি, বিধান কৈ? মা, জলন্ত বিশ্বাস দাও এক বার জলন্ত ভাবে বিধানবলে প্রত্যাদিষ্ট হই। এ রকম চক্ষের নিকটে অসহ্য, ইহাতে কি পরিত্রাণ হয়? এ রকম কত দেখা গেল তারা আসে ঘুমোয়, চলে যায়, তারা দিন কতক গান করে, উপাসনা করে, তার পর চলে যায়। যেখানে অলৌকিক কীর্ত্তি কিছুই নাই সেখানে দেবতারা তো নাই। সে পৃথিবীর ছোট ছোট লোক ছোট ধর্ম্ম। একেবারে বুকে হাত দিয়ে পৃথিবীকে বলিতে হবে, ওরে দেখ্‌ আমি ঈশ্বরকে দেখি-

জাম না এখন কেমন তাঁকে দেখি। ওরে দেখ্ আমি পাতকী ছিলাম ভাল হয়েছি, বিশ্বাসী হয়েছি। হরি, সে রকম হইল না। তুমি দিলে জ্বলন্ত প্রত্যাদেশের আগুন, এরা সব পা দিয়ে, থুতু দিয়ে নিবিয়ে দিলে, আর মিন্সে-গুলো সেইখানে মিট্‌মিটে প্রদীপ জ্বালালে। তুমি এই দেখে স্বর্গ হইতে ফুঁ দিলে নিবে গেল, তাদের দর্প চূর্ণ হল। সে রকম হলে স্বর্গ গাঁগাঁ করে ডাকৃবে, প্রত্যাদেশের বাতাস বহিবে। কোথায় আমার সোণার ধর্ম্ম কোথায় গেল? বিচার কর, বিচারপতি। কৈ পবিত্র ঋষিরা একতারা লইয়া কৈ? সে সতী নারীরা কৈ? দলে দলে আস্‌তেন যদি বিধান প্রচার হইত। এখন যেমন প্রেরিতদের দশা, ঠিক যেন ভূত পেতনি। যখন ঈশা মুষা গুরু নানক এসেছিলেন, প্রত্যা-দেশ এনে পাহাড় কাঁপিয়েছিলেন। আর সে সময় নাই। মা, আর কি বল্‌বো, আমাদের চরিত্র যদি ভাল হয়, বুক-ঠুকে বল্‌বো দেখ না, মা আমাদের সাজিয়ে দিয়েছেন। দেখ না গেরুয়ার গন্ধ স্বর্গের ফুলের গন্ধ। একি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম পেয়েছি, ঐ যে মেঘ ডাকৃচে তুমি বলচো, ও মা কথা বলিতে ছেন। যে বাতাস বহিতেছে ও প্রত্যাদেশ। মা, আমা-দের ভাল কর। নাথ, পরিত্রাণ কর্ত্তা, আমাদের এই আশী-র্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিধানকে আর নক্‌ড়া ছক্‌ড়া না করি। ঈশার সময়ের মুষার সময় যেমন বিধান, আমরাও এই বিধানকে তেমনি করিব। আমাদের ছাই চরিত্র

ফেলে দিয়ে যেন অলৌকিক ভাব বিধানে দেখাইতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার অভয় চরণ।

১লা জুন, শুক্রবার।

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমসিন্ধু, যেমন পাপের জালে মানুষ জড়িয়ে যায়, আর শীঘ্র বাহির হইতে পারে না, তেমনি তোমার প্রেমজালে, পুণ্যজালে সাধুরা জড়িয়ে পড়েন, আর বাহির হইতে পারেন না। হে অনাথনাথ, আমাদেরও সেই জালে জড়িয়ে রাখ। ঠাকুর, তোমার ভৃত্য হয়ে আমরা নাও কাজ করিতে পারি; কিন্তু তুমি যদি বেঁধে রাখ, তবে আর যাইতে পারি না। রিপুগণ কেবল ঘুরিতেছে একটু সুবিধা পেলে হয়। অবিশ্বাস, অভক্তি, রাগ প্রভৃতি আমাদিগকে মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইবে। এক বার গৃহস্থ রাত্রে বাহির হইলেই ধরিয়া লইবে। একটু যাই অমনো-যোগ হয়েছে অমনি, হে পতিতপাবন, তোমার ভৃত্যকে পাপ বাঘ টানিয়া লইয়া যাইবে। তাই বলি, ঠাকুর, এমন এক জায়গায় আমাদের রেখে দাও, যেখানে থেকে আর চোর, ডাকাত ধরিতে পারিবে না। একটা জায়গা আছে, সেইখানে থাকিলে প্রেম ভক্তি থাকিবেই থাকিবে। পর্ব্ব-

তের উপরে এমন একটি জায়গা আছে, সেখানে গেলে আর গহ্বর হইতে উঠা যায় না। হরি, আরো উপরে লইযা যাও, যত আমরা পলাইব, ততই লইয়া যাও। হরি, তোমার প্রেমের জালে আমাদের জড়িয়ে রাখ।, আমরা তোমারই হব, আর কাহারও হব না। তোমাকেই মা বলে ডাক্‌বো। সে জায়গাটা কোথায়? ঠাকুর, লইয়া যাও না সেখানে, যেখানে সব সাধুভক্ত আছেন! আর সকল জায়গায় ভয় আছে, অবিশ্বাস পাপের ভয়, তাহাতে কত লোক মরেছে। তাই বলি, ঠাকুর, যেখানে শত্রু নাই, সেইখানে লইয়া চল। সেখানে কখন চুরি ডাকাতি হয় না, আর এখানে রেখো না। ঠাকুর, সেইখানে লইযা চল। আমরা মা লক্ষ্মীর নাম করিয়া নির্ভয় হইব। রাম নাম করে ভূত তাড়াইব। অমৃত-ধামে গিয়া তোমার নাম গান করিব। মা, লইয়া চল সেই-খানে। সেখানে গেলে, একেবারে তোমারই হইব। এখানে লোকে রাগাইবে লোভ দেখাইবে। হরি, যখন আমি ঐ জায়গায় যাব, তখন আর রাগিব না, লোভ করিব না। ঐখানে গিয়ে তোমার প্রেমের জালের ভিতর পড়ে জড়িয়ে যাব। ঠাকুর, যখন তোমারই হব, আর কোথাও যাইব না। হরি, এরা যদি তোমার ঐ জায়গায় না গেল, তবে কি হবে। হরি, দাও অভয়পদ বিপন্ন জনে, ভীত জনে, আর এমন কাগজ কলম দাও, যাহাতে একেবারে লিখে পড়ে দেবো, চিরকাল তোমার ঐ অভয় চরণতলে পড়ে থাকব।

আর কেহ ধরিতে পারিবে না ; শমন আসিলে বলিব, আমি মা দুর্গার কাছে এসেছি, তিনি আমার সহায়। মা, আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আর অবোধ না হই। তোমার চরণে প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে থাকিব। মা, আর পলাব না। মা আমাদের, আমরা মায়ের, কেবলই এই বলিয়া চির দিন তোমারই কাছে পড়ে থাকিব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আর্য্যপরিবার।

২ রা জুন, শনিবার।

হে পিতা, হে আশ্রয়দাতা, তোমাতে আমরা এক হইব, এই কথা ছিল। আমরা কেবল কি এই কয়-জন ?—তাহা নয়, সমস্ত আর্য্যজাতি। তুমি যে ঠাকুর, আমাদের পুরাতন আর্য্যদেবতা। আমাদের সেই আর্য্য পূর্ব্বপুরুষ তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, আর আজ আমরা তোমাকে ডাকিতেছি। সহস্র সহস্র বৎসর হইল সেই প্রাচীনকালে তাঁহারা তোমাকে ডাকিয়াছিলেন। কেমন যোগ! আজ আমরাও তোমাকে ডাকিতেছি। হে প্রাণেশ্বর, সব ব্যবধান কাটিয়া গেল। তুমি কত কালের দেবতা, ইহা কেহই মনে করে না। আমি চাই প্রাচীনকালে হাজার হাজার বৎসরের সঙ্গে যোগ রাখিতে, আমাদের এই সকল কথা তাঁহা-

দের কাছে প্রতিধ্বনিত হইবে। তোমার কাছে বসিলে যে আমরা এক হইয়া যাই। আর্য্যগুরু, আর্য্যসন্তানপ্রসবিনী, আমরা তোমাতে এই দেখিতে চাই। এই হিমালয়ে হাজার হাজার বৎসর আগে যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মাকে ডাকিয়াছিলেন, আজ আমরা তাঁহাকে ডাকিতেছি, আমাদের কথা সেইখানে প্রতিধ্বনিত হউক। তুমি ত কেবল আমার মা নও। সকলের মা তুমি। এক বার লক্ষ ছেলে তোমাকে মা বলে ডাকুক একখানি স্বরে। মা, আমরা যে তোমার একখানি পরিবার, সব ঋষিমুনি আমাদের কাছে এসে পড়ুন। মা, আমার এই চির দিনের ইচ্ছা পূর্ণ কর। হাজার হাজার বৎসর আগে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে মিল হইতেছে, আর ওদেশ থেকে এ দেশে যারা আসিতেছে, তাদের সঙ্গে মিল নাই। ঝগড়া দূর কর ঠাকুর, আমরা কি ছোট? মা, আমরা যখন মনে করি আমরা প্রকাণ্ড আর্য্যবংশীয়, হিমালয়ে আমাদের ঘর বাড়ী, তখন আমাদের নিজে যেন কত মহৎ মনে হয়। আমাদের একখানি কর, সকলের সঙ্গে মিলে তোমার সঙ্গে এক হই। আমরা ছোট ঘরে বাস করিব কেন? তার চেয়ে হিমালয়ের উপর দাঁড়িয়ে বলিব আমাদের এই মস্ত বাড়ীতে এসেছি। হরি, ছোট হব কেন? আর্য্যসন্তান ছোট হইবে? প্রাচীনকালে হরি, তুমি নিজে রাজমিস্ত্রী ছিলে, নিজে বিশ্বকর্ম্মা হয়ে এই বাড়ী তোয়ের করিলে আমাদের জন্য। এই-

খানে বসিয়া বলিব, আর্য্যশোণিত হৃদয়ে প্রবাহিত হও, মনকে বলিব, এই বেলা সোণার মুকুট পর। আমাদের আর্য্যের কত পরাক্রম, কত বল। মা, আমাদের সকলকে একখানি পরিবার কর। হে দীনতারিণী! আমাদের কৃপা করে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা আর ছোট যেন না হই, আমরা সেই আর্য্যপুরুষদের সঙ্গে এক হয়ে একখানি পরিবার হইয়া তোমার চরণে থাকিতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার দুই মূর্ত্তি।

৩ রা জুন, রবিবার।

হে পরিত্রাণকর্ত্তা, হে পুণ্যদাতা, তোমাকে জননী বলিয়া ডাকিয়াও যেন আমাদের ভয় থাকে। ভয় যেন একেবারে আমাদের মনকে ছাড়িয়া না যায়। তুমি যে অসহ্য তেজ, একটুও পাপ সহ্য করিতে পার না। অশুদ্ধ মনে উপাসনা করিতে আসিলে তুমি তাহা গ্রহণ কর না। তোমার কাছে, ভগবান, কে পূজা করিতে পারে? এত বড় ঋষি আমাদের মধ্যে কে আছেন, যিনি তোমার কাছে প্রিয় হইতে পারেন? কোটী কোটী চক্ষু তোমার আমাদের পাপকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। মা, তোমার ক্রোড়ে শয়ন করিব, তোমার স্তন্য পান করিব, তোমার শতদলপদ্ম শ্রীচরণ বুকে

রাখিয়া শীতল হইব। দেখ হে ঈশ্বর, প্রেম প্রেম বলিতে গিয়া যেন পাপের কাছে না যাই। যত ক্ষণ মার কাছে ভাল ছেলে হয়ে থাকিব, মা আমাকে লইয়া বলিবেন, বৎস খাও শোও। আর যখন ছাই হইব, আম্মাকে ক্রোড়চ্যুত করিয়া নানা পরীক্ষায় ফেলিবেন। মা, তোমার দুই রূপ, এক দিকে চন্দ্র আর এক দিকে সূর্য্য। এক দিকের তেজে লোকেরা পুড়ে মরিতেছে, বলিতেছে আর তেজ সহিতে পারি না উঃ! কি তেজ যেন গা পুড়িয়া গেল। পাপী বলে আর তেজ সহ্য করিতে পারি না, পাপীকে জগৎ বলে পালাও পালাও। আর এক দিকে কেমন সুস্নিগ্ধ চন্দ্রের কিরণ, ভক্তেরা সুখে সুধাপান করিতেছেন, কোথাই বা তেজ। সুখের সরোবরে মুক্তির পদ্ম ফুটেছে; সেই সরোবরে সাঁতার দিতে দিতে মুক্তির পদ্ম তুলিয়া লও? শ্রীহরি, তোমার এই রূপ ইহাঁরা কেন গ্রহণ করেন না? আমি যদি নির্ব্বোধ হইয়া না লই আমারও সেই দুর্দ্দশা হইবে। আমাদের নববিধানের লোকেরও এই দশা হইবে। তুমি যে বলিতেছ, আমি পাপ সহিতে পারি না, উপাসক, আমাকে অপরিষ্কার মনে ডাক্‌ছিস্? পরিষ্কার হয়ে আমার পূজা কর। আমরা যদি শুদ্ধ হই, তুমি বলিবে এসো সন্তান, উপাসনার ঘর আমি নিজে ফুল দিয়ে সাজিয়েছি, তুই এসে আমার পূজা কর। এক দিকে তোমার প্রেমের মূর্ত্তি; আর এক দিকে পুণ্যের শাসনে বলি গেলাম গেলাম আর তেজ সহিতে

পারি না। মা, কোন্ দিকে যাইব, ভিতরে না বাহিরে। বহু কালের ঝগড়া দূর কর। ঠাকুর, হিমালয়ের বায়ুতে মন শীতল হউক। এই সুস্নিগ্ধ বাতাসে শরীর মন দুই শীতল হইল। হে দীনবন্ধু, তোমার কাছে যখন আসিয়াছি, তখন যেন আমাদের মনটা শীতল হয়। খুব্ তোমাকে ডাকিব আর বলিব, এখন আর রাগও হয় না লোভও হয় না। তোমার পুণ্যময়ী তেজোময়ী মূর্ত্তি আমাদের শাসন করিতেছে; তোমার কোটী কোটী চক্ষু আমাদের পাপ ভস্ম করিয়া ফেলিতেছে। দোহাই মা, তোমার পূজার ঘরে কেউ যেন অশুদ্ধ মন লইয়া না আসে। তোমার কাছে আমরা যখন আসিব, শুদ্ধ শান্ত মনে হাসিতে হাসিতে পুণ্যজলে আমরা শুদ্ধ হব। মা, এক বার কোলে কর, যেমন গৌরাঙ্গ ঈশাকে কোলে করে আছ তেমনি আমাদের কোলে কর। কাদা মাটি মাখিয়া তো আর উঠিতে পারিব না—আমরা জন্মেও পিতার কোলে উঠিতে পারিব না। তবে আর দেরী করো না, আমাদের পুণ্যজলে স্নান করাইয়া কোলে কর। মা, আমরা যেন তোমার পবিত্র প্রেমের জলে আমাদের সকল পাপ ধৌত করিতে পারি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে থেকে আমাদের মনের মালিন্য দূর করিয়া শুদ্ধ হই। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গের চিহ্ন।

৪ ঠা জুন, সোমবার।

হে গতিনাথ, হে আর্য্যদিগের নেতা, আমাদিগকে এমন চিহ্নিত কর যে পৃথিবী আমাদের দেখিয়া বিশ্বাস করিবে। জগদীশ, যদি সকলের সঙ্গে আমরা সমান হইলাম তবে লোকে বলিবে আমরাও যেমন এরাও তেমনি। তাহা হইলে ঠাকুর, তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে না, আমাদেরও গতি হইবে না। ঠাকুর, একটি একটি নিদর্শন দাও। তোমার চিহ্নিত হইয়াছে যারা, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী তারা। তাদের দেখে পৃথিবী বলে ইহারা ভগবানের চিহ্নিত অনুগত লোক। আমরা এই চাই, রাজার সঙ্গে যেমন রাজার কর্ম্মচারীকে দেখে লোকে বলে এ রাজার কর্ম্মচারী আমরাও তেমনি তোমার সঙ্গে বেড়াব, লোকে দেখিয়া বলিবে এরা বিশ্বরাজের কর্ম্মচারী! আমরা কবে জীবনে প্রেম, পুণ্য ও শান্তির সামাঞ্জস্য দেখাইয়া চিহ্নিত হইব? কবে আমাদের কোমরে নববিধানের কোমরবন্ধ থাকিবে? দয়াময়ী, যতগুলি তোমার ভক্ত আছেন সকলেরই চিহ্ন আছে, সকলেরই গলায় একটি করে, বুকে একটি করে সোণার চাকতি থাকে। আমাদের কয়টি এমন সদ্গুণ থাকিবে যে, যে দেখিবে আমাদের তোমার চিহ্নিত বলিয়া বুঝিবে। গোলের ভিতরে যেন আর না থাকি। সমাজ মধ্যে প্রবেশ করিলে লোকে যদি বলে

তুমি কার লোক?—আমিতো কিছুই বলিতে পারিব না। শ্রীহরি, কি দেখে তাহারা চিনিবে? আমি যদি বলি আমি ভগবানের পূজা করি, আর যাহারা পূজা করে না, তাহারা বলিবে তাহা হইলে তুমি নির্লোভী হইতে। আমি যদি বলি নববিধান ভিন্ন আমি আর কিছুই বিশ্বাস করি না। তারা বলে কই তোমাদের চিহ্ন কই? আমরা জানি মার লোকের গলায় তিনি সোণার চাপরাস চিহ্ন দেন, তখন কি বলিব? ভাবিয়াছিলাম আমাদের দেখিয়া পৃথিবী বলিবে এরা খুব সাধন ভজন করে। হায় হরি! পৃথিবীর কাছে সহানুভূতি পাইলাম না যে, তাই মা, তোমার কাছে ঘুরে ঘুরে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিলাম। আমরা তো জানি না যে লোকের গলায় সোণার চাপরাস থাকে। এখন যাই কোথায়, দাঁড়াই বা কোথায়, ভক্তদের গলায় কি ঝুলিতেছে ঐ একটি দাও না মা। আমরা এখনও ও দলের উপযুক্ত হই নাই। মা, আমাদের স্নান করাইয়া ঐ চিহ্ন দাও। পৃথিবী দেখে বলিবে, এই বার বুঝিলাম তুমি মার। এই রকমে তোমার দলের সকল লোককে চিহ্নিত কর। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সকল স্থানের লোক আমাদের দেখে বুঝিতে পারিবে। আমি তাহলে তোমারই হলাম। মা, চিহ্নিত কর, খাঁটি কর। তা হলে কত আহ্লাদ হইবে। আমরা মায়ের, মা আমাদের, আমরা মায়ের, মা আমাদের এই বলে নাচিব। আর তা না হলে কিছুই হবে না। মা, বড় ইচ্ছা হয় জীবন

থাকিতে থাকিতে তোমারই হই। মা, দয়া করে আশীর্ব্বাদ কর আর এ দরজায় ও দরজায় যেন না বেড়াই, এসম্প্রদায়ে ও সম্প্রদায়ে যেন না যাই। তোমার নিদর্শন বুকে রাখিয়া সকলকে দেখাইব। সকলে তোমাকে আদর এবং ভক্তি করিবে। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বৈরাগ্য।

৫ ই জুন, মঙ্গলবার।

হে পিতা, হে প্রেমের দৃষ্টান্ত, পৃথিবীতে আসা কিসের জন্য? আপনার জন্য কি জগতের জন্য? আত্মা স্বার্থপর, কি আত্মা সেবক? হে ঈশ্বর, এ বিষয়ে তো আর তুমি সন্দেহের পথ রাখ নাই। তোমার লোক যাহারা পরের জন্য পরিশ্রম করিবে, তাঁদের হাত তাঁদের পা তাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম এমনি করিয়া সৃজন করিলে যে সে সমস্ত পরের জন্য। তাঁদের মাথা গুল পরের চরণে, তাঁদের চক্ষের জল কেবল পরের জন্য পড়িতেছে। তাঁদের ঘর সংসার টাকা কড়ি সব পরের জন্য। এ পৃথিবীতে আপনার জন্য আসে পশুরা। তোমার সন্তানেরা আসেন পরের জন্য। বাঘ ভালুক যারা, বনের পশু যারা তারাই কেবল আপনার সুখ চায়, আপনার জন্য খেটে খেটে মরিয়া যায়। তোমার

ভক্ত বলেন, আমার যা কিছু ছিল সব গেল, এখন রক্ত মাংস কেটে কেটে দেবো পরের জন্য। হে নাথ, যথার্থ মনুষ্য যারা এদের ভিতর দেবতার রক্ত আছে! তাঁরা নিজের সম্বন্ধে সব ভুলে যান, নিজের সম্বন্ধে বোকা হন, নির্ব্বোধ হন। নিজের বেলা কৃপণ, পরের বেলা উদার; নিজের বেলা হাত পা তাঁদের বুকের ভিতর সেঁদিয়েছে, পরের বেলা পরিশ্রমী। হে শ্রীহরি, তার কি দোষ, তুমি যে তাকে এমনি করে গড়িয়েছ। তার বিদ্যা বুদ্ধি টাকা কড়ি সব পড়ে যায় পরের জন্য। তাকে রেখেছ উঁচু জায়গায় আর তার চারি-দিকে গড়ান। দয়াসিন্ধু, তার যে জীবনে সহস্র ছিদ্র, ভিতরে কিছু রাখিতে পারে না; পাত্রগুল সব ছিদ্র, যা রাখে পড়ে যায়, জলও থাকে না। 'আমাদের খাওয়াও' তাতো ভক্ত পরিবার বলে না, তাঁদের বাড়ীতে কেবল 'দাও, দাও' শব্দ। দিতে এসেছি দিয়ে যাব। টাকা দেব, জীবন দেব, রক্ত দেব, দিয়ে চলে যাব। মা, তুমি আপনি যেমন; তোমার কথা গুল এলোথেলো, চুল গুলো এলোথেলো; তোমার অত বড় কুবেরের ভাণ্ডার একটা চাবি নাই, যে যা পাচ্চে সব নিয়ে যাচ্চে; এক বার তোমাকে জিজ্ঞাসাও করে না, সব লুঠে নিচে। সমস্ত বাড়ী খোলা। কেন ঠাকুর, তোমার বাড়ীতে একটাও কুলুপ নাই? তোমার লোক জন গুলোও ঐ রকম। ঈশা মুষা গুলোও ঐ রকম দিল্‌দরিয়া। বাপ যেমন ছেলেও তেমনি হয়। ওরাও তেমনি। দয়াময়

হরি, আশীর্ব্বাদ কর আর যেন শূকরের মতন না হই, কেবল দিলদরিয়া হই। পরের সেবাতে জীবনটা উৎসর্গ করি, তা হলে শরীরের চামড়া খানা সার্থক হবে, রক্ত মাংস সব সকল হবে। হরি, গরিবদের আজ দুটো পয়সা দিয়াছি, আমরা যেন জাঁক করে এরূপ কথা না বলি। এই যেন মনে করি, বাপ পিতামহ উদ্ধার হয়ে গেলেন এই এক মুটো চাল গরিবকে দেওয়াতে। মা, তুমি একেবারে স্বার্থশূন্যা: তুমি সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছ; কেবল ছেলে মেয়ে কিসে ভাল হবে, জগজ্জন কিসে ভাল হবে, এই ভাবছ। একটি পাকা আঙ্গুর, একটি পাকা সুমিষ্ট ফল আপনি কথনও খাও না, বল আমি কেন খাব, এ যে ছেলের জন্য, আমরাও যেন তোমার মত পরের জন্য সব করি। আমি যে কে এ আর ভাবিব না। সব দিচ্চি পরকে। আর শূওরের মত হব না। তাহলে স্বর্গে যেতে পারব না। স্বার্থপর স্বর্গে যেতে পারে না। তার বড় কষ্ট। মা, তুমি যখন বিচার আসনে বসে বল্‌বে ওরে, পরের জন্য কি করেছিস্? তখন কি বলিব? মা, আমরা যদি তোমার বিচা-রের সময় বলিতে পারি কেবল পরোপকার করেছি তুমি অমনি সোণার মুকুট দিবে। তোমার মত নিঃস্বার্থ হইয়া যে পরোপকার করে আমি নিশ্চয় জানি স্বর্গে তাহার জন্য উচ্চ আসন আছে। হরি, পোকার মত যেন না থাকি, কেবল পরের সেবা করি। পাপী যারা তাদের কাছে ভগ-

বানের পবিত্র সুখ আসুক, এরা সুখী হউক এই কেবল ভাবিব,যেন সব পরের জন্য দি, নিজের জন্য যেন না ভাবি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার চরণে থাকিয়া আমরা যেন নিঃস্বার্থ হই। স্বার্থপর হইয়া আর থাকিব না। পরের জন্য প্রাণ দিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান পাইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গ রাজ্য।

৬ ই জুন, বুধবার।

হে দয়াময়, হে স্বর্গরাজ, হৃদয়ের ভিতরে যে ছবি আঁকিয়া দিলে তাহার ন্যায় বাহিরে তো কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনের ছবি কবে ভগবান্, বাহিরে হইবে? ভিতরে এক প্রকার ঠাকুর, বাহিরে আর এক প্রকার। কি মনোহর স্বর্গরাজ্যের ছবি ভাবুকের হৃদয়ে তুমি অঙ্কিত করিয়াছ। কিছু কাজ না থাকিলে তাই দেখি, আর ছবির ভিতর বেড়াই। হে পিতা, যখন বাহিরের কাজকর্ম্ম থাকে না তখন কল্পনার রাজ্যে সেই ছবি দেখি। যখন পৃথিবী কষ্ট দেয় তখন সেই ভাবী রাজ্যের দিকে দৃষ্টি করি। প্রেমময়, যখন বাহিরের সাধক ভক্ত কলহ করেন তখন সেই মনের ভিতর শান্তি পরিবারকে দেখি। যখন মনের ভিতর কষ্ট হয় তখন হিমালয়ের শীতল

বায়ুতে মনকে ঠাণ্ডা করি। হরি, মনের ভিতর তো সব রেখেছ তার সঙ্গে বাহিরের বড় তফাৎ। সে রাজ্য আর এ রাজ্যে অনেক তফাৎ। হৃদয়ের ভিতর সকলে খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিতেছেন, পরস্পরের কাঁদধরা-ধরি করিয়া বেড়াইতেছেন। দেখ হে হরি, বাহিরে কি কলহ বিবাদ! অন্তরে যদি প্রেমের রাজ্য বিস্তার করিলে, মা অন্তর্যামী, বাহিরেও তেমনি কর। একটু একটু, ঠাকুর, দেখিতে দাও; তোমার পায়ে ধরি, অনেক বৎসর গত হইল সেই অন্তর রাজ্যের শিকির শিকি যদি বাহিরে দেখিতে পারি। সেই স্বর্গরাজ্য, দীনবন্ধু, বাহিরে কর। ভিতরে যদি এ রকম না থাকিত কোথায় যাইতাম? তাইতে তোমাকে বলি, ঠাকুর, দুঃখ বিপদের সময় এমন একটা জায়গা করে রেখেছ যে সেখানে গেলে সুখ হয়। সেখানে কেবল মিলন। মা, তোমার পায়ে পড়ি এই বেলা নববিধান এসেছেন এই বেলা আরম্ভ কর। বাহিরে সে মিলন নাই; মা লক্ষ্মী, আমাদের পরিবার সংসার সেই রকম করে দাও। তাহা হইলে গাঁ গাঁ শব্দে তোমার প্রেমের রাজ্য পৃথিবীতে হইবে। ঠাকুর, তোমার কি এই ইচ্ছা নয় যে বাহিরে সেই রাজ্য হয়; হাঁ তোমার ইচ্ছা বই কি। হে হরি, সকলকে এই কথা বলে দাও যেন শীঘ্র শীঘ্র তোমার স্বর্গরাজ্য আনে। আমাদের মন সেই রাজ্যের জন্য ব্যাকুল হইতেছে। হে পিতা, আমরা যেন ভিতরে তোমার স্বর্গরাজ্য

লুকাইয়া না রাখি। আমরা যেন বাহিরে স্বর্গরাজ্য আনিতে পারি। মা, আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার শ্রীপদে পড়িয়া দেখি সেই স্বর্গরাজ্য বাহিরে আসিতেছে, সকল নরনারী আনন্দধ্বনি করিতেছে; এই দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

সদলে স্বর্গে গমন।

৭ই জুন, বৃহস্পতিবার।

হে পিতা, হে পতিতপাবন, দল ছাড়া আমরা তো কিছুই নই; আমাদের স্বতন্ত্রতা তো নাই। দীনবন্ধু, আমরা একা একা বৈকুণ্ঠের পথে যাইতে পারি না। এই যে সকল কলহ বিবাদ হিংসা দ্বেষ এই সকল আমাদের বুঝাইয়া দিতেছে, প্রভু, যে দলছাড়া কিছুই হইবে না। এরা সব এক রাস্তায় চলিতেছে; কিন্তু কেহ কাহারও মুখ দেখিতেছে না। সকলে মনে করিতেছে জীবমাত্র হইলে তোমার কাছে গিয়া বসিবে; কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যোগ নাই। একা একা যাইবার হইলে, ভগবান্, এত দিন কি কেউ স্বর্গে যাইত না? একত্র স্বর্গে যাওয়া যখন ঠিক্ হইল তখন পরস্পরের সঙ্গে ইহারা কেন মিলন করিবে না? এরা যেন কোথা থেকে গুরুবাণী শুনেছে যে

জীবন শেষ হইলেই ইহাদের জন্য স্বর্গ হইতে রথ আসিবে। মা, তবে এরা কেন আমার কথা শুনিবে; আমার উপদেশ মানিবে? এরা বলিবে, "মা আমাদের বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবেন তুই কেন অমন করছিস্। এই দেখ্ আমরা ঝগড়া করেও, একতারা বাজাইতে বাজাইতে রথে চড়িয়া স্বর্গে যাইতেছি।" ভগবান্, এ স্বপ্নভাব এদের দূর কর। তোমার স্বর্গের দ্বার কি এমনি খোলা আছে যে রাগ লোভ নিয়ে যাওয়া যায়? তোমার দ্বারি কি দরজা খুলে দেবে এদের? তবে কেন চোক বুজে যোগের ক্ষেত্রে বসে থাকিব? কেন হিমালয়ের উপর হিমে বসে যোগ শিক্ষা করিব? কেন আত্মবিনাশ করিব? বামন হয়ে চাঁদ ধরিতে পারি যদি, পাপী হয়ে স্বর্গে যাই যদি, তবে কেন কষ্ট করিব? এ কথা ওদের কে বলেছে; এ কথা ওরা কোথায় শুনেছে? ভগবতি, দেখিতেছ তো মিথ্যা অপবিত্র বিশ্বাস থাকিলে কি হয়। নববিধানবিশ্বাসী হইলেও ঐ যে মনের ভিতর একটু বিষ ঢুকেছে, ওরা ভাবিতেছে একা একা স্বর্গে যাব। মা, ধমক্ দিয়া বলে দাও, ওরকম করে কাম, ক্রোধ, লোভ লইয়া যেতে পারবিনি। কি সাংঘাতিক রোগ!! মানুষে মিছি মিছি জাল কাগজে লিখেছে এ সব লইয়া স্বর্গে যাইতে পাইবে, আর তাহাতে তোমার নাম সই করে দিয়েছে। এ পাপ গুলি না ছাড়িলে স্বর্গে যাওয়া হচ্চে না। হে দীনতারিণি, আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়া

বুঝাইয়া দাও এই পাপগুলি ধুয়ে তবে স্বর্গে যাব। পরিত্রাণটা করে দাও আগে, তার পর স্বর্গে গমন। মা, আমাদের ভুল ভ্রান্তি দূর করে দাও তার পর আমরা ভাল হইব। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর যেন তোমার চরণে পড়ে থেকে সকল পাপ দূর করে স্বর্গে যাইতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যবল।

৮ই জুন, শুক্রবার।

হে প্রেমসিন্ধু, হে পবিত্র বিচারপতি, মাতৃক্রোড় বিচারের আসন ইহা কি আমরা বুঝিতে পারি? দয়াময়ী মা যিনি, তিনি কি আবার বিচার করেন? বিচারের কথা মানুষ সহজে মনে করিতে চায় না সেই জন্য কেবল তোমার দয়ার কথাই বলে। মা, তুমি যখন আমাদের পাঠালে তখন বলিয়াছিলে; "তোমরা সত্যধর্ম্ম পালন করিবে, দয়াব্রত সাধন করিবে।" তুমি প্রেমের সাগর তা জানি। এইত ভবে আসিলাম, এই ত সংসারে এত কাল কাজ করিলাম। কি কাজ করিলাম ঠাকুর, এক বার হিসাব লও দেখি। পরলোকের কাজ অতি অল্পই করিয়াছি। সকলেই এক দিন চলিয়া যাইবে। কে বিধবার উপকার করিল? পরসেবার জন্য কে কত পরিশ্রম করিল? আপনার সংসারের খাওয়া

দাওয়া মানমর্য্যাদা কে কত পরিমাণে পরের সুখের জন্য ছাড়িয়াছে? লক্ষ লক্ষ টাকা আসুক মন টলিবে না, এ কে বলিতে পারে? জিহ্বা কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না, কে এই প্রতিজ্ঞা করিতে পারে? জীবন শেষ হইতে চলিল, এখন, হে জগদীশ্বর, আমাদিগের কি গতি হইবে? বার্দ্ধক্য মধ্যে এখন কি কেহ প্রেম পুণ্য অন্বেষণ করিবে? জগদীশ, এমন কে বল দেখি, পুণ্য সাধনে যে মন দেবে? এ কি পূর্ণ যৌবনের অবস্থা? তবে কি ভবে আসা বৃথা হইল? আমাদের দলের লোক বিচারে উচ্চ আসন যদি না পাইলেন তবে নববিধানের লোক কি করিল? আমার দলের লোক বলিবে, অন্ততঃ এক শত বিধবার সেবা করেছি; দুঃখী হয়েছি; যে অবস্থায় ছিলাম, তার চেয়ে অনেক নীচু হইয়াছি; পরের জন্য অনেক অপমান উৎপীড়ন সয়েছি। আমার প্রত্যেক বন্ধু যখন এই রকম করিবেন তখন আমার মন প্রফুল্ল হইবে। মা, এরা বিচারকে ভয় করে না কেন? এখনি যদি তুমি বিচারের পরিচ্ছদ পরে এসে বল, বল্ দেখি তোরা স্বার্থপরতা ছেড়েছিস্? পঁচিশ বৎসর সাধন করিতেছিস্ এখনও কিছু হলো না? এই বলে যদি মা, তুমি চটাস্ চটাস্ করে চড় মার, আমরা আর তোমার বিচারের সিংহাসনের দিকে মুখ তুলিতে পারিব না। হরি, মৃত্যুর আগে আমাদের ভাল কর, আর পাপ যেন না করি। কত বড় বড় পাপ করি। তোমাকে

কম ভালবাসি, ভাইয়ের সঙ্গে অমিল। এই যে পাপ রিপুগণ ইহারা এখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। তোমার ছেলেগুল এখনও রিপুপরতন্ত্র হয়ে ঝগড়া করে। ২৫। ৩০ বৎসর সাধনের পরেও ইহাদের মনে হিংসা হয়, লোভ হয়। সাধন তবে ভিতরে পৌঁছয় নি। কত জল গায়ে ঢালিলে তবুও শুদ্ধ হইল না, ঠাণ্ডা হইল না, নরকের আগুন নিবিল না। দীনবন্ধু, তবে বুঝিয়া দেখ এদের ভাল করিতে কত দিন লাগিবে। মা, তোমার দয়ার ঝড় এনে এদের পাপগুলো উড়িয়ে দাও। আমরা ভাবিতেছি কোন রকমে জিতেন্দ্রিয় হয়েছি তো, আমরা কটি ভাই হরিপদ চাই তাহা হইলেই হইল। লোভ টোভ সব যাবে। বল্‌বো দেখ ভাই সাধনের বলে ভাল হয়েছি, রাগ লোভ সব ছেড়েছি, আমরা কেবল চুপ করে বসে ব্রহ্ম ধ্যান করি। মা, আমাদের উদ্ধার কর। মা, আমরা যেন ভবে আসিয়া নিজের কাজগুলো করিয়া লইয়াছি এইটি বুঝিতে পারি। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর আমরা যেন তোমার কাছে থেকে শমনকে ফাঁকি দিয়া কেবল ব্রহ্মসুখে সুখী হইয়া কাল কাটাইতে পারি। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

রূপদর্শন।

৯ই জুন, শনিবার।

হে জননি, হে আনন্দময়ি, তুমি আমাদের দেবতা হইয়াছ, তুমি আমাদের আনন্দ এখন হও নাই। তোমার পূজা করিতে শিখিয়াছি, তোমাতে সুখী হইতে শিখি নাই। কত বস্তুর সঙ্গে, হে হরি, তোমার তুলনা করি; কখন চাঁদ বলি, কখন ফুল বলি, কখন সুধা বলি। জগদীশ, এই সকল উপমা মৌখিক কি নয়? সুধা থেকে যেমন হয় তেমনি কি তোমার উপাসনা করিলে হয়? ঈশ্বর, শীঘ্র আমাদের মিথ্যা কথা থেকে উদ্ধার কর। সাধু ভাষায় কথা কই, রূপক পদ্য সুললিত ভাষা মুখ দিয়ে আপনি বাহির হইতেছে। কিন্তু, মা, তোমাকে যদি আমরা দেখিতাম তা হলে আমাদের মন গলে যেতো। যে গোলাপের মত তোমাকে দেখে তার কি আর দুঃখ থাকে। সে যে ধন্য। তবে এই যে রূপক তুলনাগুল দি, তা যেন মিথ্যা না হয়। মা, তোমার মুখ দেখে বলি ঠিক চাঁদের মতন। উপাসনা করিতে আসিলাম, তোমার মুখ দিয়া কি ঠিক চাঁদ দেখা যাইতেছে? আমরা দেখিতে পাই, যদি তোমায় একটি ফুলের মত বলি তাহলে মন কোমল হইবে। মা, এখনও তোমাকে একটু কাঠের মত ভাবি, তুমি তত নরম নও। এখন আমাদের

সে রকম হয় নাই, এখন যেন পিতার হাত, একটু শক্ত। মা বলে ডাকিয়েছি যখন তখন সুকোমল ভাব পাইব বলে। হে হরি, তুমি মন ভোলানে শ্রীহরি হও। আমার মা যে ভাবী শীতল, মন মুগ্ধ করেন, এই ভাবে দেখিতে দাও। চাঁদ মুখ কণ্ড যদি, খুব ভাল করে দেখিতে দাও। তোমার কাছে বসি আর তোমাকে দেখি। সকলকে বলি মা কেমন যেমন লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুল ফুটেছে, তার সৌন্দর্য্য সৌরভ চারি দিকে বাহির হইতেছে। সুখের চাঁদ, সুখের বসন্ত, এই রকম মনে অনুভব করি। তাহা হইলে ছেলে যেমন মা ছেড়ে থাকতে পারে না, বন্ধু যেমন বন্ধু ছেড়ে থাকতে পারে না, আমরা তেমনি হই। কেবল তোমার কাছে থাকিব, আর ছাড়িব না। এই রকম হইলে ঠিক। আর এখন যে রকম, যেন ধর্ম্মের একখানা ছেঁড়া ভাঙ্গা ঘরে রহিয়াছি। এই পাহাড়ে দুই দিন একটা ভাড়া বাড়ীতে আছি, তোমাকে একটা ভাঙ্গা শালগ্রামের মত দেখিতে আসি। হে শ্রীহরি, কবে এ ভাব দেবে, এমনি করে মাতাবে, সে চাঁদকে কবে আনিবে? সে সুধা কবে আমাদের মুখে ঢালিবে? মা, তুমি প্রেমকুসুমবিকাশিনী, ভক্ত-হৃদয়বিলাসিনী। দেখিলেই প্রেম কুসুম ফুটে উঠিবে, দেখিলেই ভক্তহৃদয় প্রফুল্ল হইবে। মা, সেই রূপ করে এই পাহাড়ে দেখাইবে। কবে মা, কোমল হাতটি মাথায় রাখিবে, মাথা জুড়িয়ে যাবে, বুকে রাখিব বুক জুড়াবে?

হাতের গহনাগুলি গায়ে ঠেকিবে, ঠিক্ বুঝিতে পারিব তোমার আঁচল ধরেছি। মা, সুধামাখা রূপ দেখাও। হে অমৃতদায়িনী, এক বার আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যেখানে কোটি চন্দ্র উঠেছে সেইখানে যাই। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মের সৌরভে ডুবে যাব, মত্ত হব, যেরূপ কখন দেখিনি সেইরূপ দেখিয়া শুদ্ধ হব। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরি দর্শন।

১০ ই জুন, রবিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে সচ্চিদানন্দ, যে পুতুল পূজা করে সে পুতুল দর্শন করে। আমরা কি সত্য দেবকে পূজা করিয়া তাঁহার দেখা পাইব না? আমাদের বিশ্বাস যদি পৌত্তলিক-দিগের অপেক্ষা জ্বলন্ত না হইল, তবে আমাদিগের জন্ম বৃথা। আমাদের ইষ্ট দেবতাকে, প্রিয় পিতাকে দর্শন করিব না? তবে কি করিতে ব্রাহ্মসমাজে আসিলাম। দুর্গা, কালীর মন্দিরে কেন প্রবেশ করিলাম না? রাম, কৃষ্ণের কাছে কেন প্রাণ উৎসর্গ করিলাম না? হে প্রেমস্বরূপ, বল আমাদের কি হবে? আমরা কি "অভাগা?" সকল দেবতা আপন আপন মন্দিরে ভক্তমণ্ড-লীর মধ্যে প্রকাশ হইল, কেবল ব্রহ্মদেবতা কোথায়ও নাই;

এই কি আমাদের বিশ্বাস? এই জন্য কি আমরা এত বৎসর ঈশ্বর ঈশ্বর করিলাম? এই কি ব্রাহ্মসমাজের পরিপক্ক ফল? তবে ব্রাহ্মসমাজ দূর হউক। সকল ধর্ম্মের লোকেরা আনন্দে নৃত্য করিতেছে কেবল আমরা শোকের চিহ্ন পরিয়া রহিয়াছি? কারণ সকলে নিজ দেবতাকে দেখিয়াছে কেবল আমরা দেখি নাই। সকলের ঈশ্বর হৃদয়সরোবরে দেখা দিলেন, কেবল আমাদের ঈশ্বর দেখা দিলেন না। আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলাম, সেই ডাকা ফিরিয়া আসিল। আর কত দিন তোমায় ছাড়িয়া থাকিব? এ অদর্শন যন্ত্রণা যেন কাহারও না হয়। পৌত্তলিকের ঠাকুর পাথর, তাই সে তাহা দেখিয়া দেখিয়া হাসিতেছে; আর আমরা নিরাকার দেবতা বলিয়া কাঁদিতেছি। হে পিতা, এ কি উপহাসের কথা নয়? যখন তোমাকে মানিয়াছি, তোমাকে বিশ্বাস করিয়াছি, তখন অবশ্যই তোমাকে দেখিবই দেখিব। যদি বল কিসে দেখ্‌বি? বিশ্বাসে। আমি নিরাকার, আমার রূপ নাই। চিন্তা করিয়া দেখ্‌বি? আমি বলি না। দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কষ্ট করিয়া দেখিব না; আব্দারে ছেলেরা যেমন বলে আমি এখনি দেখিব, আমাকে চাঁদ আনিয়া দাও, সেই দরের লোক আমরা। এখনি এস, কাছে বস, আমাদের দেখা দাও, আমরা কৃতার্থ হইব, সুখী হইব। বহু দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তীর্থ করিয়া মা মা বলিয়া চীৎকার করিয়া যে দেখা, সে দেখা আমাদের নয়। এই তুমি এই আমি, তোমার আবির্ভাব উজ্জ্বল, নয়নে

স্নেহ, কাপড় খানি পুণ্যের, মাথায় মুকুট, প্রেমের হস্ত, অনুরাগের সুকোমল বক্ষ, ভালবাসার স্তনে সুশোভিত। এই যে মা ইহাঁকে ভালবাসা ও দেখা একেবারেই হয়। যদি এই দেখা দেখাও, হরি, তবেই ব্রাহ্মধর্ম্ম সফল হল, না হলে কাঠ পাথর খাওয়াই সার হল। সকলে এত টাকা পাইল, হরি ধন কেবল পাইল না। মানুষ সব পাইল কেবল সর্ব্বারাধ্য হরিকে পাইল না। পীড়ার সময় মা বলিয়া রোদনই সার? মা ঔষধ দেন না? আনন্দময়ী, তোমার পূজা শ্মশানে? জগদীশ্বর জগদীশ্বর বলে সকলের দুঃখ দূর হয়, তা যদি না হল তবে ধিক্ সকলকে। হরি কোথায়? এস। কষ্ট করিয়া ডাকিলে এস না, তাহা হইলে মনে হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া একটা মা বাহির করিলাম। পাছে কল্পনা করিয়া একটা রূপ দেখি তাই বলি যে রূপ সহজে পাইব তাই দাও। আমার মা বলিতেছেন, এই যে তুই আমার কোলে, আয় স্তনের দুগ্ধ খাবি আয়। আমি বলিতেছি, কৈ ভুত নাকি? মা, দেখ এমনি অবিশ্বাসী ছেলে। ঘরে মা রহিয়াছেন ছেলে বলে কৈ। মা, এই করিয়া দাও তোমাকে ছাড়িয়া যেন কোন কাজ না করি। তোমার সম্মুখে এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি তোমাকে সকল কাজে দেখিব। দিন ফুরাইয়া গেল কিছু হইল না। মা এক ঘণ্টা কাছে বসিয়া রহিয়াছেন আমি দেখিতে পাইলাম না। কোথায় হৃদয়ের কমল? কোথায় নিরাকার হরি? কোথায় হৃদয়বাসিনী? এ সব ভাবের কথা। দয়াময়ী,

শীঘ্র শীঘ্র এস। এই যে কোটিসূর্য্য বিনিন্দিতরূপে তুমি বলিতেছ, এই আমি তোদের সম্মুখে, দেখ, দেখে আমার রূপসাগরে মগ্ন হও। এক মুষা সেই সাইনা পর্ব্বতে জিহোবা রূপ দেখিলেন আর শিষ্যেরা নিম্নে থাকিয়া নিরাশ হইয়া রহিল দেখিতে পাইল না। মা, এ শতাব্দীতে যেন তাহা না হয়। যেখানে যারা তোমার নববিধানবিশ্বাসী, তাহাদের মধ্যে কেহ যেন তোমার দর্শনে বঞ্চিত না হয়। জগদ্ধাত্রী, এই কর, যে যখন তোমাকে ডাকিবে, প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যায় সকল সময়ে দেখা দিবে। আনন্দময়ী, এস, ভক্তদের সঙ্গে বস, আমাদের নববিধানবাদীরা যেন উপাসনার ঘরে অন্ধকার না দেখে। মা, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার মুখখানি দেখিয়া তোমার কোমল রূপে অনুরঞ্জিত হইয়া আমরা শুদ্ধ ও সুখী হইব। [স্তু—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জামাই ষষ্ঠী।

১১ই জুন, সোমবার।

হে দয়াসিন্ধু, হে গৃহদেবতা, তোমার গৃহ মধ্যে আজ অনুষ্ঠান হইতেছে। কোথায় বা পিতা মাতা থাকিত, কোথায় বা পুত্র কন্যা থাকিত, কোথায় বা শ্বশুর জামাতা থাকিত, ঈশ্বর, যদি তুমি নিজ মঙ্গলহস্তে এই শুভ জামাতৃ অনুষ্ঠান

না করিতে? হিন্দুস্থানে কে ইহা করিত? গৃহস্থের বাড়ীতে ইহা কে করিল? হরি বলিলেন, আমিই জামাতা আনিলাম, আমিই তাহাকে সুখের বস্তু করিলাম, আমিই তাহাকে পরিবারের মধ্যে নূতন সম্পর্ক করিলাম। পরমেশ্বর, পুত্র ঘরে থাকেন তাহার সম্পর্ক ঘরের। কিন্তু যখন দেখি বাহিরের সম্পর্ক ঘরের কর, তখনই আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোন্ সমাজ কোন্ দেশ কোন্ জাতি কোন্ পরিচয়ে পরিচিত কেহ কিছুই জানে না। শুভ বিবাহের পূর্ব্বে কে জানে কে আসিবে, কাহাকে কন্যা দিবে, কিন্তু, হে হরি, পরিবারের কল্যাণের জন্য তুমি দূর দেশ হইতে জামাতা আনিয়া দাও। কেহ জানিত না কে। না জানিয়া না শুনিয়া বিশ্বাস করিল, ভালবাসিল, স্নেহ করিল। হে ভগবান্, পারিবারিক সম্বন্ধ কি আশ্চর্য্য। অপরিচিতকে কেন এত ভালবাসা, এত আদর কেন? ইঁনি অতিথি নহেন, চির দিন থাকিবার। এই জন্য, মা, তুমি শ্বশুর শাশুড়ীর মনে স্নেহ মমতা উদ্দীপন করিলে, কন্যার মনে নূতন প্রণয়ের সঞ্চার করিলে। কন্যা জামায়ের যেরূপ নূতন সম্বন্ধ কর, সেইরূপ পিতা মাতাও নূতন সম্বন্ধ দেখিতে লাগিলেন। একটা নূতন প্রণয় সংঘটিত হইল। নূতন ফুল দেখে জামাই বলিয়া বাড়ীর লোকেরা সকলে আনন্দ করিতে লাগিল, ছোট ছেলেরা গিয়া কোলে উঠিল। পিতা এ সব না ভাবিলে বুঝা যায় না, কিন্তু দেখিলে সব কাজে

তোমার জ্ঞান ও নিগূঢ় প্রেম দেখা যায়। সকলের ঘরে আজ আনন্দময়ী, জামাতৃগণকে লইয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ী সুখী হউন, সকল মা বাপের হৃদয় আনন্দিত হউক। যাঁহারা কন্যাধন পাইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। নাথ, বিশেষ তোমার ভক্ত ঘরে এই জামাতা সম্বন্ধ দিয়াছ। আমাদের তুমি মানুষের সঙ্গে বদ্ধ কর নাই, কিন্তু প্রকাণ্ড একটা রাজ্যের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ। আমাদের জামাতা কুচবিহারের রাজা। আমরা সেই কুচবিহার রাজ্যের আদর করিব। আমাদের কন্যার সঙ্গে জামাতার সম্বন্ধ হইল, আর ঠাকুর তোমার আদেশে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে কুচবিহারের বিবাহ হইল। ভগবান্, তোমার ভাব কে বুঝিবে? তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ হউক। তোমার আশীর্ব্বাদ কন্যা জামাতার মস্তকের উপর পড়ুক। দেশের সঙ্গে দেশের মিল হউক। এক রাজ্য কন্যা, আর এক রাজ্য জামাতা। দেশে দেশে বিবাহ হইল, দেশে দেশে মিল হইল, এই জন্য এই বিবাহ হইয়াছে। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। পিতা মাতা কন্যাকে স্নেহ করে, পুত্রকেই স্নেহ করে। কিন্তু আবার একটি আসিল, সন্তান না হইয়াও সন্তান, পুত্র না হইয়াও পুত্র। ভগবান্, এ প্রহেলিকার অর্থ কে বলিতে পারে? যে ছেলে নয় সে কেন ছেলে হইবে। তবে না কি, ঠাকুর, আমাদের ভগবান্ যাহা করেন তাহাই করি। তুমি যারে আদর কর, আমরা তাহাকে আদর করি। তুমি যাহাকে

অভ্যর্থনা করিতে আদেশ কর, জানি না শুনি না তবু তাহাকে ঘরে লই, কন্যা তাহার হাতে দিই। মা যাহাকে আনিয়া দেন তাহাকে গ্রহণ করি। অন্য সম্পর্ক মানুষে করে; শাবকের প্রতি স্নেহ সকলেই জানে। এ সম্পর্ক, হরি, বুঝা যায়। তার পর এই যে নূতন জামাতার সম্পর্ক ইহা কি আর সামান্য মূর্খ জ্ঞানী বুঝিতে পারে? ভগবান্, তুমি স্বর্গ হইতে বলিতেছ, গৃহস্থ, এই যে নূতন মানুষ দিলাম এ তোর জামাতা। জানিস্ না জানিস্ আমার জিনিষ গ্রহণ কর। অমনি স্বর্গে শঙ্খ-ধ্বনি হইল। গৃহস্থ আনন্দিত হইয়া গ্রহণ করিল। ভগবান্, তুমি সব জান। ছোট ছোট পারিবারিক ব্যাপারে তোমাকে কেহ বুঝে না। ইহার ভিতর তোমার জ্ঞান দেখা যায়। সকল জামাইয়ের হৃদয় ধর্ম্মে পূর্ণ হউক। দয়াসিন্ধু, দয়া করিয়া তুমি আশীর্ব্বাদ কর, এই জামাই ষষ্ঠী হিন্দুস্থানে শুভ ফল প্রদান করুক। [সা—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।